চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 26 August, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ আগস্ট, ২০২০ ইং ■ ৯ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা বিস্তারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জিবি হাসপাতাল সহ অন্যান্য কোভিড কেয়ার সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে পুস্তক তুলে দেন।

রাজ্যের পৃথক স্থানে অস্বাভাবিক মৃত্যু চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। রাজ্যের পৃথক স্থানে চারজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তবে একটি ঘটনায় খুনের আশংকা করা হচ্ছে। তাছাড়া অন্য একজনের মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুতের ছোঁবলে।

সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার হাফলং এলাকার একটি রাবার বাগান থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম মিজু তাঁতী। নিহত যুবক পেশায় গাড়িচালক ছিল।মৃতের পরিবারের লোকজন জানান সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। তারপর থেকে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। মঙ্গলবার সকালে হাফলং এলাকার রাবার বাগানের তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা। তারপর

খবর পাঠানো হয় ধর্মঘট থানায়। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্তের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে মৃত যুবকের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মৃতদেহটি রাবার বাগানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্ত জানান ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে এটি হত্যাকান্ড আত্মহত্যাজনিত ঘটনা।হাফলং রাবার বাগান থেকে গাড়ি চালকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গাড়ি চালকের মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের জন্য পুলিশের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

নরসিংগড় মর্ডান সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম হিরেশ কেশর।বিগত দুবছর আগে সাবরুম থানার পুলিশ তাকে নরসিংঘর মর্ডান সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। সোমবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে খবর। মঙ্গলবার সকালে সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। তবে এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ জানিয়েছে। ওয়ালটন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যুর ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার আসল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুমূর্ষ রোগীদের জন্য টুকিলিজুমাব ওষুধের সফল পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। মুমূর্ষ রোগীদের জন্য টুকিলিজুমাব ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। পরীক্ষামূলক ভাবে এই ওষুধ ব্যবহার করায় ইতিবাচক ফলাফল মিলেছে। তাই, স্বাস্থ্য দপ্তর এই টুকিলিজুমাব ওষুধের ৫০টি বোতল অর্ডার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়ে বলেন, টুকিলিজুমাব ৫০টি ইনজেকশনের জন্য প্রতিটির দাম ৩০ হাজার টাকা করে। টুকিলিজুমাব ওষুধটি মূলত সাইকোটাইকান রোগীদের দেওয়া হয়। রাজ্যে তা সফল পরীক্ষা হয়েছে বলেই স্বাস্থ্য দপ্তর আরও টুকিলিজুমাব ওষুধ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩২৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। রাজ্যে নতুন করে ৩২৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ৪৩০১টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এন্টিজেনে ২৯৪০টি নমুনা পরীক্ষায় ২৭৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ১৩৬১টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ৫২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে ৩৬ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ২৬জন, ধলাইতে ১৫ জন, খোয়াইতে ১২ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ১৪৬ জন, সিপাহীজলায় ২৯জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৩৫ জন এবং গোমতী জেলায় ৩০ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

ঘনিয়ামারায় পথ দুর্ঘটনা নিহত এক, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ আগস্ট।। বাইকের পেছনে গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ের ঘনিয়ামারা এলাকায় একটি বাইকে অপর একটি গাড়ির ধাক্কায় ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃত যুবকের নাম রুবেল মিয়াঁ। আহত দুজনকে বিশালগড় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

প্রত্যাক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা গেছে, তিন বন্ধু মিলে একটি বাইকে করে যাচ্ছিল। পেছন থেকে একটি গাড়ি দ্রুতবেগে এসে বাইকে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান রুবেল মিয়াঁ। অপর দুজন গুরুতর ভাবে আহত হন। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

এদিকে দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের মৃতদেহ বিশালগড় থানার পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যুর খবরে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, বাইক এবং গাড়ি দুটি দ্রুতবেগে ছিল। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে পুরস্কার ঘোষণা করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। রাজ্যের আরও বেশি সংখ্যক লোককে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে স্বউদ্যোগের কর্মকান্ডের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার পুরস্কারের ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে তাদের উন্নত কর্মকান্ড ও উদ্ভাবনের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, পুরষ্কারগুলিতে প্রত্যেককে নদগ ২০ হাজার টাকা এবং সম্মাননা প্রদান করা হবে। প্রতি বছরই এই পুরষ্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হবে। পুরষ্কার গুলির মধ্যে রয়েছে, গুড সামারিটান এওয়ার্ড, সেরা স্টার্টঅ্যাপ উদ্যোক্তা পুরষ্কার, সেরা উদ্যোক্তা পুরষ্কার দেওয়া হবে কৃষি এবং উদ্যান, ফিসারি, পশুপালন, গ্রামীণ শিল্পের মত হস্ততাঁর এবং হস্তকাঁরু, মৌমাছি পালন, সেরা মোবাইল অ্যাপ এওয়ার্ড এবং সেরা সমবায় সমিতি পুরষ্কার। পুরষ্কার গুলি সম্পর্কে বিশদে বলতে গিয়ে, আইনমন্ত্রী জানান, গুড সামারিটান এওয়ার্ডের উদ্দেশ্য হল, রাজ্যের অথবা বাইরের লোকদের সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করার জন্য উৎসাহিত করা। সেরা স্টার্টঅ্যাপ পুরষ্কারের উদ্দেশ্য হল, শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম কুসুম রাজ্যের কৃষকদের আয় বাড়াতে উৎসাহিত করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। কৃষকদের আয় বাড়ানো, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ত্রিপুরার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত সেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন এবং কৃষি ক্ষেত্রে পাম্প ব্যবহারে ডিজেলের উপর নির্ভরশীলতা বন্ধ করা এবং গ্রামাঞ্চলে এফ গ্রিড সোলার পাম্প বসানোর ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ও গ্রিডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে চিরাচরিত গ্রিডের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি (এমএনআরই) মন্ত্রক পিএম কুসুম প্রকল্প চালু করেছিল।

দাবি ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের

এই প্রকল্পের একটি অংশের রাজ্যে রূপায়ণকারী সংস্থা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম (টিএসইসিএল)-কে ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিমেট্রালাইজড গ্রাউন্ড মাউন্টেড গ্রিড কানেকটেড রিনিউয়েল প্লান্ট স্থাপনের জন্য নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক অনুমোদন দিয়েছে।

পিএম কুসুম প্রকল্পে নির্মিত সোলার প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পূর্ব নির্ধারিত শুল্কের বিনিময়ে টিএসইসিএল কিনে নেবে। এই লক্ষ্যে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন (টিইআরসি) প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টিইআরসি ২০ আগস্ট ওই আদেশ কার্যকর করেছে। এই আদেশ অনুযায়ী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড কেয়ার সেন্টারে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শনের বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আগ্রহে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কোভিড কেয়ার সেন্টারে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শন ও ভাবধারার উপর লেখা বই দেওয়া হচ্ছে। স্বামীজির ভাবধারা ও তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে যে বইগুলি দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হল 'ভারতের পুনর্গঠন', 'ব্যক্তিত্বের বিকাশ', 'এস মানুষ হও', 'জাগো বীর', 'ওঠ জাগো এগিয়ে চল', 'স্বামীজির উপদেশ', 'স্বামীজি ও তার বাণী', 'বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ', 'মাই ইণ্ডিয়া- দি ইণ্ডিয়া ইটারন্যাল'।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আনুষ্ঠানিকভাবে জিবিপি হাসপাতাল ও ড. বি আর আম্বেবদকর হাসপাতালের সুপারের হাতে স্বামীজির ভাবধারার উপর লেখা মোট ২২টি বইয়ের কিছুসংখ্যক কপি তুলে দেন। এই বইগুলি এজিএমসি কোভিড কেয়ার সেন্টার ও হাঁপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে রাখা হবে। যাতে সেখানকার করোনায় আক্রান্ত চিকিৎসাধীন রোগীরা এই বইগুলি পড়ার সুযোগ পান। রাজ্যের করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাতে কোন ধরণের মানসিক অবসাদ না আসে সেই লক্ষ্যেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তৃপক্ষের হাতে বইগুলি তুলে দেওয়ার সময় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট দুই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর থেকে পরবর্তী সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারের জন্য এ ধরণের বই সরবরাহ করা হবে।

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসকের দায়িত্ব নিলেন শৈলেস কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব। এদিন বিদায়ী জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্মের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব এর আগে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার পদে ছিলেন। সেখান থেকে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে।

একই সঙ্গে তিনি স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও-র দায়িত্বে থাকবেন। গত ১৩ আগস্ট প্রশাসনিক স্তরে এই রদবদলের তালিকা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে বিদায়ী জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্ম্যেকে নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আরবান ডেভলাপমেন্টের সিইও এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্ব প্রতিপালন করবেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট উত্তীর্ণ বেকারদের চাকুরীর দাবীতে ডেপুটেশন অধিকর্তাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। মঙ্গলবার উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকাররা। ১০৩২৩ জন শিক্ষক চাকুরিচ্যুত হওয়ার পর রাজ্যে শিক্ষক সঙ্কট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে অনুমতি নিয়ে এক কালীন ছাড় দিয়ে টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয়। প্রায় ১ হাজার ১৯৪ জন টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু এই টেট উত্তীর্ণদের এখনো অফার প্রদান করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এইদিন টেট

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকাররা উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার দ্বারস্থ হয়। টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক যুবক জানান দপ্তরের অধিকর্তা জানিয়েছেন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সকল ধরনের ব্যবস্থা করা হবে।

রেগার কাজে অবৈধভাবে জেসিবি ব্যবহারের প্রতিবাদে সোচ্চার শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। জিসিবি দিয়ে অবৈধভাবে রেগার কাজ করানোর প্রতিবাদে সোচ্চার স্থানীয় রেগা শ্রমিক। বন্ধ করে দেওয়া হয় জিসিবি দিয়ে ল্যান্ড লেবেলিং এর কাজ। অবশেষে ব্লকের ভিডিও এবং চেয়ারম্যান এর হস্তক্ষেপে স্থানীয় রেগা শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য রেগার কাজ করে কাজটি সম্পন্ন করে আজ। স্থানীয় রেগা শ্রমিকদের মধ্যে খুশির উচ্ছ্বাস।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ১১ আগষ্ট উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রেগার কাজের চরম অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। স্থানীয় রেগা শ্রমিকদের দিয়ে ৫ দিন কাজ করিয়ে কাজ বন্ধ রেখে পরবর্তীতে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জেসিবি দিয়ে কাজ করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠছিলো দুই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে।

সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত সদস্য মমতা নাথ নিজ ভাসুর মহাবীর নাথের নামে ৪৭২ শ্রম দিবসের একটি ল্যান্ড লেবেলিং প্রজেক্টের ইস্টিমিট ও ওয়ার্ক অর্ডার বানান। পরে সেই প্রজেক্টে ৪০/৪২ জন শ্রমিক দিয়ে ৫ দিন কাজ করিয়ে ২১৭ শ্রম দিবস ব্যয় করেন বলে স্থানীয় শ্রমিকদের বক্তব্য। কিন্তু ওই প্রজেক্টে থাকা অবশিষ্ট ২৫৫ শ্রম দিবস জে সি বি দিয়ে কাজ করিয়ে হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এমনটা ছিলো স্থানীয় রেগা শ্রমিকদের অভিযোগ। জেসিবি দিয়ে রেগার কাজ করার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহরছড়ায় অগ্নিকান্ডে ভষ্মিভূত পাঁচটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ আগস্ট।। সোমবার রাতে মোহর ছড়া বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ৫ টি বাজার সম্পূর্নভাবে খুশি হয়ে গেছে। গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আগুনে পাঁচটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিক হলো দিলীপ হালদার ,তপন ঋষি দাস, নারায়ন দেব, টিংকু দেব, এবং বিকাশ হালদার।প্রাথমিক হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কুড়ি লক্ষাধিক টাকা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এর কাজ শুরু করেছে।অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারাও মঙ্গলবার মোহরছড়া বাজারে ছুটে যান। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আপৎকালীন সাহায্য প্রদান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু আইজিএমে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে ত্রিপুরায়। চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া এলাকার বাসিন্দা রাজু দেবনাথের স্ত্রী মঞ্জু দেবনাথকে রবিবার রাতে আইজিএম হাসপাতালে প্রচণ্ড প্রসব বেদনা নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই সময় পরিবারের সদস্যদের জানান গর্ভস্থ সন্তান সুস্থ রয়েছে। প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলেও রাতে প্রসূতি মায়ের প্রসব করানো হয়নি। সোমবার সকালে চিকিৎসকরা জানান গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। এই খবর জানার পর সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, চিকিৎসকের গাফিলতির কারণেই গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসকদের এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন মৃত শিশুর পরিবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোয়ারেন্টাইনে থাকা ত্রিপু পরিবার খাদের দাবীতে ধর্ণা আমবাসা পুর পরিষদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। কোয়ারেন্টাইনে থাকা ৩০ টি পরিবার মঙ্গলবার আমবাসা পুর পরিষদ কার্যালয় ঘেরাও করে। তাদের অভিযোগ প্রায় ৩০ দিন থেকে ৪২ দিন যাবত তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। যার ফলে তাদের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

প্রশাসন থেকে এখন পর্যন্ত তাদের জন্য খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে কোয়ারেন্টাইনে থাকার ফলে তাদের আর্থিক সমস্যা ও খাদ্যের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের আরোও অভিযোগ স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন রকমের নির্দেশিকা জারি করছে। যার ফলে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার জনগণ। তাই মঙ্গলবার বাধ্য হয়ে তারা আমবাসা পৌর পরিষদ ঘেরাও করে।

তাদের দাবি কোয়ারেন্টাইনে রেখে অযথা হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। এইনিয়ে দীর্ঘক্ষন আলোচনা হয় আমবাসা পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান চন্দন ভৌমিকের সাথে। প্রশ্ন হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনে থাকা পরিবারগুলি কি করে বাড়ি থেকে বের হয়ে পুর পরিষদে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ সময়ে নির্বাচন ও উপনির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। ভারতের নির্বাচন কমিশন কোভিড-১৯ সময়ে নির্বাচন/উপনির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকাটি নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

২৯ জলাই, ২০২০ তারিখে তাদের সর্বশেষ নির্দেশিকাটি জারি করা হয়। তার আগে ১৭ জলাই, ২০২০ তারিখে কমিশন বিভিন্ন জাতীয়/রাজ্যস্তরীয় রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে মতামত/প্রস্তাব চাইলে কিছু রাজনৈতিক দলের অনুরোধে তা ১১ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত স্থগিত

রাখা হয়। নির্বাচনী প্রচার এবং জনসভার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজ্যের/কেন্দ্রশাসিত অ'লের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের মতামত/পরামর্শ বিবেচনা করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় তাঁর সাথে যাওয়া সমর্থক ও গাড়ির সংখ্যা সম্বন্ধীয় নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে।

ফর্ম অনলাইনে জমা দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই প্রথম প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করার জন্য প্রদেয় সিকিউরিটি ডিপোজিট অনলাইনে জমা করতে পারবেন। কন্টেইনমেন্ট নির্দেশিকার কারণে বাড়ি বাড়ি নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রার্থীর সাথে চার জন সমর্থক যেতে পারবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক/রাজ্য সরকারের জারি করা কন্টেইনমেন্ট নির্দেশিকার সুবিধা/অসুবিধার নিরিখে জনসভা, রোড শো ইত্যাদির অনুমতি দেওয়া হবে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক, স্যানিটাইজার, থার্মাল স্ক্যানার, গ্লাভস, ফেস শীল্ড এবং পি পি ই কীট ব্যবহার করতে হবে। ভোটার রেজিস্টারে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য এবং ই ভি এম-এর বোতাম টেপার জন্য ভোটারদের হ্যাণ্ড গ্লাভস দেওয়া হবে। রাজ্যের/কেন্দ্রশাসিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩১২ ▫ ২৬ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ৯ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

করোনার ভয়াবহতা

রাজ্যে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে করোনা পরিস্থিতি। রীতিমতো গোষ্ঠী সংক্রমনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে রাজ্য। সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন রাজ্য সরকারের কোভিড ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিশেষজ্ঞরাও। কোর কমিটির কর্মকর্তারা সংক্রমণ মোকাবেলায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতিকে এলার্মিং বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন কমিটির কর্মকর্তারা। জাতীয় স্তরে যেখানে ৩২দিনে রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে সেখানে রাজ্যে এর চেয়ে কম সময়ে রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। রাজ্যে সংক্রমণ বৃদ্ধির হার সপ্তাহে ৯থেকে ১০ শতাংশ।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ পর্যন্ত হইলে চিন্তার কোন কারন নাই। সংক্রমণের হার ১০ শতাংশ অতিক্রম পরিলে গোষ্ঠী সংক্রমণ ঘটিয়াছে ধরিয়া নিতে হইবে। ত্রিপুরা রাজ্য বর্তমানে গোষ্ঠী সংক্রমণ এর বর্ডার লাইনে দণ্ডায়মান।সংক্রমনের এই প্রবণতা চলিতে থাকিলে অক্টোবর মাসে সংক্রমণ

হাইপিকে চলিয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা প্রায় নয় হাজার। ইতিমধ্যে ৭৮ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির মধ্যে আসামের পর করোনা ভাইরাস সংক্রমণে ত্রিপুরার স্থান।মহাকরণ হইতে গ্রাম স্তর পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সংক্রমণ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যে স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাহারাও রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছেন। দিনের-পর-দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতেছে।সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর পরিস্থিতির মোকাবেলা করিবার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিব তাহা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইতেছে না। রাজ্যে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে করোনা পরিস্থিতি।গত কিছু দিন ধরিয়া মৃত্যুর সংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া চলিতেছে তারা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন মানুষ লক্ষ করিতেন করুণায় কতজন মানুষ আক্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরিস্থিতি যখন দিনের পর দিন অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে তখন মানুষ আর আক্রান্তের সংখ্যা গণনা করেন না, মানুষ এখন লক্ষ করিতেছেন প্রতিদিন কতজন মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পরিতেছেন। পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা রীতিমতো গলদঘর্ম হইয়া উঠিতেছে। লকডাউন ঘোষণা করিয়াও পরিস্থিতির মোকাবেলা করা সম্ভব হয় নাই।লকডাউন ঘোষণা যে পরিস্থিতি মোকাবেলার একমাত্র উপায় নয় তাহা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার নেপথ্যে এখনো পর্যন্ত যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা হইলো মাস্ক ব্যবহার না করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখা।রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজার হাটসহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও বাজার হাটে প্রতিদিন যে চিত্র পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা রীতিমত উদ্বেগজনক। প্রশাসনের তরফ হইতে বারবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য নানা ভাবে প্রচার চালাইয়া সচেতন পরিবার চেষ্টা করিলেও জনগণ সচেতন হইতেছেন না। ইহাই সবচেয়ে বিপদজনক কারণ হইয়া উঠিয়াছে। করোনা ভাইরাসের গোষ্ঠী সংক্রমণ রোধ করিতে হইলে সকলকে সচেতন ভাবে চলাফেরা করিতে হইবে।প্রত্যেককে মাস্ক ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে।শুধুমাত্র সরকার কিংবা প্রশাসনের নির্দেশ মনে করিয়া নিজেরা আত্মসুখে ঘুরিয়া বেড়াই লে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। অতএব সাবধান ,সকলকেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলাফেরা করিতে হইবে। গোষ্ঠী সংক্রমণ রোগ করিতে না পারিলে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক জনগণকে সচেতন হইতে হইবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫আগস্ট(হি. স.): রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধিতে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান ক্রমেই উপরের দিকে উঠে আসছে। মঙ্গলবার প্রশাসনিক বৈঠকে তাই পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি জানালেন, 'ভিন রাজ্য থেকে এলেও পর্যাপ্ত চিকিৎসা দিতে হবে। আগে রোগীর চিকিৎসা করতে হবে ভর্তি করে তারপর ঠিকানা জানবেন'। তবে ভিন রাজ্য থেকে এলে চিকিৎসা দিলেও তাঁদের সংশ্লিষ্ট সেই রাজ্যের সংক্রমনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেও এদিন সাফ জানিয়ে দেন তিনি।

করোনা আবহে মুখোমুখি বৈঠক করা সম্ভব হচ্ছে না বলে চলতি সপ্তাহে জেলা গুলোর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রীর। মঙ্গলবার ছিল এই বৈঠকের দ্বিতীয় দিন। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমের প্রশাসনিক কর্তারা। সেখানেই পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, ওই দুই জেলাতে সংক্রমনের হার এত বেশি কেন? সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডকোষ থানার ১৬ জন পুলিশ আধিকারিক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ' যেখানে ব্যারাকে গায়ে গায়ে থাকেন তারা আলাদা থাকুন।দরকার হলে আরও বাড়ি ভারা নিতে হবে।' তবে পূর্ব বর্ধমানের সুস্থতার হার বেশি বলেও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমানে সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য জেলাতে শিল্প কারখানার আধিক্য দায়ী কিনা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ দেন, ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিক সেখানে এসে থেকে সংক্রমিত হলে দ্রুত তাঁর চিকিৎসা করাতে হবে। তবে ওই আক্রান্তকে এই রাজ্যের আক্রান্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা।

একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে বলেন, 'রাজ্যে অনেকটাই কমেছে মৃত্যুর হার'। অন্যদিকে, দুর্ঘটনা, ম্যালেরিয়া অন্যান্য কারণের মৃত্যর হার করোনাতে মৃত্যুর হার থেকে অনেক কম জানিয়ে এর কারণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়ে জানান, 'এখন অন্য কোনোও রোগ হলেও সেটা কোভিডে ঢুকে যাচ্ছে। অন্য রোগ হলেই তাঁকে কোভিড অ্যাটাক করছে। ফলে সেটা কোভিডের মৃত্যু হিসেবে ঢুকে যাচ্ছে'।

সব চিকিৎসককে করতে হবে করোনা রোগীর চিকিৎসা নির্দেশিকা কলকাতা মেডিকেলের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি স): যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। এরই মাঝে রোগীদের সাহায্যার্থে নয়া সিদ্ধান্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজের। এবার থেকে সব চিকিৎসককে করতে হবে করোনা রোগীর চিকিৎসা মঙ্গলবার নির্দেশিকা জারি কলকাতা মেডিকেলের।

কিছুদিন আগেই কলকাতা মেডিকেল এর সমস্ত ধরনের চিকিৎসার জন্য বিক্ষোভ দেখায় হাসপাতালের চিকিৎসকরা। অবশেষে সেখানে শুরু হয়েছে করোনা ছাড়াও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা। কিন্তু এরই মাঝে রাজ্যজুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসকের করোনা চিকিৎসা করতে হবে এমনটাই সিদ্ধান্ত নিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কলকাতা মেডিকেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে হাসপাতালের সব চিকিৎসককে করতে হবে করোনা চিকিৎসা। রেডিওথেরাপি, নিউরোসার্জারি, চর্ম বিভাগ সব বিভাগের চিকিৎসকদের করতে হবে করোনা চিকিৎসা।

সাত মাচান তরমুজ

।।প্রসেনজিৎ চৌধুরী।।

সৃষ্টির আনন্দে, ইচ্ছা আর প্রত্যয়ে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। নতুন কিছুর সৃষ্টির উৎসাহ ও সাফল্যই কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে পারে আলোর বৃত্তে। কাজের সার্থকতা তখনই মেলে যখন তা পরিবার ও দশের কল্যাণে সমাদৃত হয়। বি'ান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেও গড়ে তোলা যায় সাফল্যের নতুন পথ। ঠিক এমনই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রাজধানী শহর থেকে ৪৫ কিমি দূরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রাম বক্ষকুণ্ডের মতাই এলাকার বর্গাচাষী ভবেন্দ্র দেবনাথ। তিনি ক'ষক পরিবারেরই বর্তমান প্রজন্ম। আর্থিক দৈন্যতার জন্য পড়াশুনা যথেষ্ঠ না এগুলেও ক'ষিকাজে নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তিনি।

ভবেন্দ্রবাবুর নিজস্ব কোন জমি নেই। এলাকার সীমান্ত লাগোয়া বিস্তীর্ণ ঐ ক'ষিভূমিতে মোট ৪ কানি জমি বর্গাতে চাষাবাদ করছেন তিনি। গড়ে তুলেছেন প্রযুক্তি নির্ভর ও বি'ান ভিত্তিক এক স্বপের ক'ষি ভূমি। হালকা ছিপছিপে গড়নের বছর ৩৭ এর ভবেন্দ্রবাবুকে দেখলে বিশ্বাস করাই মুশকিল, যে তিনি একার কায়িক শ্রম, মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে চাষ করতে পারেন। তার এই জমিতে মরিচ, লাউ, শিম, বরবটি, ঢেঁরস, টমেটো সহ আরও অনেক সব্জি চাষেও উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁর এই ফসলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটি নজর কাড়ে তা হল সুস্বাদু ও রসালো ফল তরমুজের ফলন। গ্রীমকালীন এই রসালো ফল, এই ভরা বর্ষা মরশুমেও প্রচুর পরিমাণে ধরে রয়েছে তার মাচায়।

সাধারণত তরমুজ মাটিতে হয়। কিন্তু ভবেন্দ্রবাবুর এই তরমুজ কনকাইচ বাঁশ দিয়ে নির্মিত ঈগলু সদৃশ্য মাচানের উপর ফলেছে। তরমুজ চাষের এই পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, চাষের এই পদ্ধতি তিনি ইন্টারনেট থেকে আহরণ করেছেন। মোট ৮ গণ্ডা জমির উপর প্রথমবারের মত এই তরমুজ চাষ করেছেন। বর্তমানে মোট ৭টি মাচান রয়েছে। তিনি আরও জানান, ভালো ফলনের জন্য সবসময়ই তিনি বীজতলা মালচিং সীট দিয়ে মুড়ে দেন। শুধুমাত্র যে জায়গায় চারাগাছগুলো রয়েছে সেখেনে ৩-৪ ইঁ ফুটো করে দেন। এরফলে যেমন আগাছা কম জন্ম নেয়, শ্রমিক খরচাও অনেকটা কম হয়। গাছে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়, জলসেচের প্রয়োজন যায় কমে অর্থাৎ খরচ ও পরিশ্রম অনেকটাই সাশ্রয় হয়। বর্তমানে তরমুজের ফলন নিয়ে জানতে চাইলে বলেন, প্রায় ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি এই তরমুজ ক্ষেত করেছেন। বর্তমানে তার সাতটি মাচায় প্রায় দেড় হাজারের মত ছোট বড় আকারের তরমুজ রয়েছে। এন এস-৩৪ প্রজাতির এই তরমুজ ৩ থেকে ৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এখন এই তরমুজের প্রতি কেজির পাইকারি মূল্য ৫০ টাকা। এই তরমুজের ফলন ৫৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যেই পাওয়া যায়। হিসাব করলে দেখা যায় তিন মাসেরও কম সময়ে এই জমি থেকে তিনি প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রোজগার করতে পারবেন। তার এই উদ্যোগে সরকারি সহায়তা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান, যখনই প্রয়োজন পড়েছে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছেন।

ভবেন্দ্রবাবুর এই উদ্ভাবনী পন্থা ও ফলন দেখে এলাকার আরও ৪-৫ জন উদ্যমী ক'ষক উৎসাহী হয়েছেন। তার থেকে এই চাষ পদ্ধতি জানার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে সহযোগিতা করছে। ভিন্নধর্মী ফল ও সব্জির চাষ দিন দিন রাজ্যে বেড়েই চলেছে। স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন বহু শিক্ষিত, উদ্যমী যুবক। বর্তমানে ী ও এক কন্যা নিয়ে ভবেন্দ্র দেবনাথ স্বচ্ছল জীবনযাপন করেছেন।

রাজ্যে প্রচুর অনাবাদী জমি রয়েছে। এগুলিকে ব্যবহার করে বেকার যুবক-যুবতীরা অল্প খরচে প্রচুর উপার্জন করতে পারেন। এরকম চাষের প্রচুর সুযোগও রয়েছে রাজ্যে। সেক্ষেত্রে অসময়ের তরমুজ বা অন্য ফসলের চাষ রাজ্যের বুকে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে উদ্যমী ভবেন্দ্র দেবনাথের এই অভিনব পদ্ধতিতে তরমুজ চাষের উদ্যোগ রাজ্যের ক'ষকদেরও উৎসাহিত করবে। প্রক'তপক্ষে তার মত ক'ষকই স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার প্রেরণা হয়ে উঠতে পারেন।

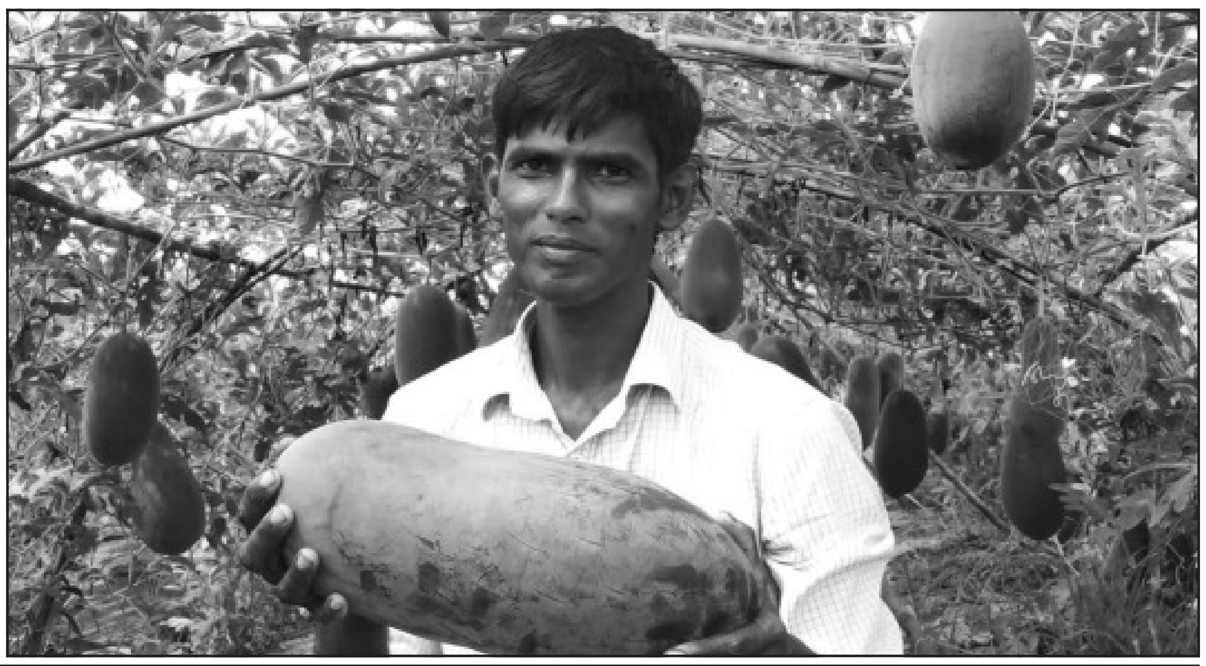

রাষ্ট্রসত্তা ও জনস্বার্থ

হরিগোপাল দেবনাথ

দার্শনিক দিক থেকে তথা সত্য নির্ভর দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে দেখতে গেলে বলতে হয় যে মানুষের জীবন হল এক আদর্শ প্রবাহ। এই ধারনাটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে সত্যটি প্রতীয় মান হয়ে পড়ে। কারণ, সর্বজনবিদিত সত্য হচ্ছে— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একমে বা দ্বিতীয়ম উৎস হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, 'ব্রহ্ম' কথাটিও বৈদিক শব্দ, যার মানে হচ্ছে 'যিনি বিরাটের বিরাট। তিনি আদিহীন ও অন্তহীন সত্বা বলেই তাঁর কোন পরিমাপ হয়না আর এতটাই বৃহৎ বলে তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছে—ব্রহ্ম। পরমব্রহ্মকে আবার পরম পিতা (বিশ্ব পিতা বা সুপ্রীম ফাদার হিসেবে) বলা হয়; পরমপুরুষও বলা হয়। তবে, একটু বুঝে নিতে হবে যে 'পুরুষ' বলতে এখানে ইংরেজি ম্যাসকুলিন জেন্ডার অর্থাৎ ম্যাল-পার্সোনালিটিকে বোঝাচ্ছে না—'পুরুষ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে চৈতনঘনসত্ত্বা বা ইরেজী কনশাসনেস---অর্থে। তাহলে পরমপুরুষ হচ্ছেন সুপ্রীম কন্শাসনেস অর্থাৎ পরমচৈতন্যঘনসত্ত্বা। আর চৈতন্য বা কন্শাসনেস হল এমনই সত্ত্বা যিনি— "নিত্যংশুদ্ধং নিরাকারং নিরঞ্জনং নিতবোধং চিদানন্দং"। সেই তিনি নিরাকার অর্থাৎ এতই সূক্ষাতি সূক্ষ্ম যে কোন আকার আয়তন, রূপ, গুণ, রঙ, অবয়র ইত্যাদি ইন্দ্রয়গ্রাহ্য কোন বিশেষণেই বিশেষিত নন। এমন কি বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তাশক্তিরও তিনি অগোচর যে জন্যে তাঁকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য বলা হয়েছে। সেই তিনিই রয়েছেন বিশ্ব সৃষ্টির মূলে, কেননা তাঁর সঙ্কল্প বা মানস ধাতু থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা জগৎ উদ্ভূত হয়েছে। তিনি জগৎ জুড়েই প্রতিটি সৃষ্ট সত্তার মধ্যে এত যোগে ব্যাষ্টি বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন আবার প্রাত যোগেও পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে। এই জন্যেই বলা হয় —" অখণ্ড মণ্ডলকারং ব্যাপ্তং যেন চরারচরং"। তো সৃষ্টিলীলায় তাঁরই কার্যকরিনী শক্তি রূপে কর্মরতা রয়েছেন প্রকৃতি, যিনি মূলতঃ সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুনেরই অধিকারিনী যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি রচনা করে চলেছেন।

সৃষ্টির সঞ্চরধারায় সূক্ষ্মাতিসূ স্তর থেকেই ক্রম বিবর্তন ধারায় স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়েছে জগতের বুকে বস্তুজগৎ, প্রাণীজগৎ ও মানুষেরও উদ্ভব ঘটেছে। আবার মানুষকে সৃষ্টিকর্তা এমনই উপকরনে সাজিয়ে তুলেছেন যে, মানুষ মূলত চৈতন্য সত্ত্বা থেকেই আগত বলে তার আধ্যাত্মিক সাধনা বলে অগ্রাবুদ্ধি রোধিকে জাগত করে সে আত্মা উপলব্ধি করতে সক্ষম। আর আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমেই যে জেনে নিতে পারে যে তার ক্ষুদ্র আমিটিই সেই বৃহৎ আমি তথা জীবাত্মই পরমাত্মার অংশ বিশেষ। তাই বলা হয়েছে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে যে মানুষের জন্ম, মানবজীবন, মানবদেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসাটা কোন ঠুন্কো বা তুচ্ছ বিষয় নয়—মানুষের জীবন ইচ্ছে আদর্শ প্রবাহ প্রতিটি মানবিক সত্ত্বায় তিনটে দিক রয়েছে ঃ দেহ, মন ও আত্মা। পাঞ্চভৌতিক উপাদান (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরৎ ও আকাশতত্ত্ব) দিয়ে মানুষের দেহ ঘটিত। মানুষের অনুমান (ইনডিভিজুয়্যাল মাইন্ড) ভূমা-মন (কস্‌মিক মাইন্ডেরই প্রতিফলন মাত্র। মানুষটির আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিফলন। জগতের যে কোশ সত্তার মধ্যে ক্রিয়াকীল যে মন রয়েছে, তাদের মধ্যেও আবার মানুষের মনটি হল। সর্বাপেক্ষা বিকশিত বা উন্নত মন। মানুষ মন-প্রধানজীব বলেই তার নাম হয়েছে— মানুষ, মনুষ্য বা মানব। উল্লেখ করতে হচ্ছে যে মানব মনেরও রয়েছে তিনটে স্তরঃ (১) কারণমন (২) অবচেতন মন আর (৩) চেতন মন। আমরা জাগ্রত অবস্থায় যাবতীয় দৈহিক, মানসিক কাজ কর্ম করি চেতন মনের দ্বারা। ঘুমন্ত অবস্থায় চেতন মন বিশ্রামে থাকে বলে তখন অব-চেতন মন ক্রিয়াশীল থাকে। আর কারণ মন কাজচালায় আমাদের অলক্ষ্যেই।

তাই বলব, উন্নত মননশীল জীব বলেই একদিন গুহার অন্ধকারে জন্ম নিয়ে সেই গুহা-মানবের আরণ্যক-জীবের, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবের যুগ একাদিক্রমে অচিক্রম করে এসে, প্রস্তর যুগ, ধাতুর যুগ, প্লাস্টিকের যুগ পেরিয়ে এসে আজ ইন্টারনেটের যুগের গৌরব মুকুট মাথায় পরতে সক্ষম হয়েছে। বুনো জীবকুলের সহচর সেই মানুষই আজ ভূ-পৃষ্ঠ, ভূ-গর্ভ ও অন্তরীক্ষ জুড়েও তার বিচরণ ক্ষেত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন কি, মানুষেরই অগ্রজ বানরেরা যে ক্ষেত্রে অদ্যাবধি বাসা নির্মাণ করতে শিখল না, অথচ প্রাণীদের কেউ কেউ, পাখীরাও বাসা বানায়, সেখানে মানুষ বসতি গড়তে শিখল, খুশীমত বাসস্থান বদলাতে জানল, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য-মুখর গড়ে তুলতে করনীয় জেনে গেল, গোটা পৃথিবীকে আজ হাতের মুঠোয় এনে এবার মহাকাশের বুকে অন্যত্র বাড়ি বানারও উদ্যোগ নিতে শুরু করতে সক্ষম হল। বুনো জানোয়ারের জীবনধারা পাল্টে ফেলে মানুষ পরিবার প্রথা, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি গড়ারও পথ আবিষ্কার করে নিল। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে যেমন সেই অতিন্তনীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যসত্ত্বা সংঘর্ষ-সংঘাতের ধারা বেয়ে, বিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে হতে একদিন মানুষ রূপ পেয়েছিল, সেই অ্যাপ ম্যান বা বনমানুষও বিবর্তনের পথচলতে চলতেই বিগত দশ লাখ বছর ধীরে ল্যাবরেটরীতে বসেই ইউম্যান -চাইল্ডের ও পিতৃত্ব অর্জনের গারিগরী আয়ত্ত করে নিল।

বাঁচার তাগিদ অনুভব করে ও বিকাশলাভের সঙ্কল্প নিয়েই মানুষ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র রচনা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মানুষের উন্নত জীবন-যাপনের স্বপ্ন দেখেই তো মানুষের এতসব পরিকল্পনা নিতে হয়েছিল। তাই, মার্ক্সবাদীরা একদিন তাদের থিওরি অন্ধ সমর্থন জানাতে চেয়ে যে ক্ষেত্রে বলেছিলেন রাষ্ট্রকে শোষণের, হাতিয়ার বলে ধীরে নিযে রাষ্ট্র ব্যবস্থা উড়িয়ে দিতে, সেই তারাই কিন্তু এখন রাষ্ট্র নামক মৌচাকের মধুরস-পানে মত্ত হয়ে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তারে কোমর কেচে নেমেছেন। চিনের আগ্রাসীনীতিই এর জ্বলনজ দৃষ্টান্ত। তবে মজার ব্যাপার হল, গণতন্ত্রের মুখোশধারী যারা মূলতঃ দানবতন্দ্রেই প্রতিভূ সেজে—ডেমোন্ ইন্ হিউম্যান ফর্ম—সেই মার্জিত শয়তানরা কিন্তু, তাদের জংলীপনা, বুনো জান্তবস্বভাব নিলজ্জের মতই বজায় রেখে যুগে যুগেই তাদের শাস্ত্রি বুলি কপাচে সাধারণ শ্রেণির মানুযেদের দলে পিষে নিংড়ে বনের হিংস্র জানোয়ারদের তুলনায় আরও বীভৎস রূপ অথচ বাইরে আবার নিজেদেরে সভ্য দুনিয়ার মানব---কল্যাণের আলখাল্লায় তাদের প্রকৃত রূপটাকে ঢেকে রেখে রক্ত -মাংস-অস্থি-মজ্জা গিলে গিলে নিজেদের পেশী-চর্বি ক্রমশঃই ভাঙিয়ে যাচ্ছেন।

ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দিয়ে হিটলারকে আমরা বিবেক বান মানুষেরা দুনিয়ার 'ঘৃণ্য জীব' বলে প্রচার চালাই। রাশিয়ার ষ্ট্যালিন কিন্তু ত্রিশলাখেরও মানুষের প্রাণ নিয়ে "জন নেতা" পরিচিতি পেয়ে খেতাব বজায় রাখতে পারেন নি। ফ্যাসিস্ট হিটলার তার পত্নীসহই আত্মহ্যতা করে প্রায়াশ্চিত্ত করে গেছেন। রাশিয়ার পট্যালিনেও অন্যায়ের মূল্য দিতে হয়েছে তার কঙ্কালে গুলিবিদ্ধ হয়ে। তবে চিনের মাও-সে-তুঙ ও তার উত্তরসুরীদের, পশ্চিম পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের কী মাশুল দিতে হযেছে এখনও জানা নেই। তেমনই আমরা এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারেই রয়ে গেছি---ভার বিভাজনের প্রবীন কুচক্রী নায়কদেরও বিগত ১৯৭৫ সালের ভারতে জরুরি অবস্থা জারী করে দিয়ে হিটলারী কায়দায় দেশবাসীর ওপর জুলুম চালিয়ে ছিলেন সেই নেহেরু কন্যা ও দেশবরেণ্য নেতাজীকে নিয়ে যারা পৃথিবীর সর্বকালের সেরা পর্যায়ের দস্যু পনা দেখিয়ে পার পেয়ে চলেছেন তাদের ও সেই জরুরি অবস্থাতেই ইন্দিরা তনয় দ্বারা জোর করে মানুষকে নপুংসক বানিয়ে দেবার মত পাপ-নায়কদের পরিনাম ফল জানতে।

ভারতবর্ষকে বিদেশি শোষক ব্রিটিশদের শাসন মুক্ত করার নীতি কৌশল নিয়েই নেতাজী বনাম গান্ধী নেহেরু প্যাটেলের মত ভেদ শুরু হয়েছিল। মত ভেদ হবার পরিনামেই নেতাজীকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। প্রশ্ন হল সেই নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ও পরবর্তী কালের বৃত্তান্ত সম্পর্কে আজও যারা ভারতবাসীকে অন্ধকারেই চাপা দিয়ে রেখেছেন একে স্বেচ্ছাচারিতা, জনগণের সঙ্গে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা কিংবা হিটারী দস্যুতা---কী নাম দিলে সমীচীন হবে, বিবেচক পর্ব কবর্গ ভেঙে দেখবেন কি? এছাড়া শুধু ক্ষমতা ভোগের লোভে যে সব দেশনায়ক নায়িকাগণ দেশভাগ মেনে নিয়েছিলে ও এর খেসারত আজও দেশবাসীকেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মাধ্যমেই চুকাতে হচ্ছে, তাদের কী যুৎসই খেতাব দেওয়া যায় তাও ভেবে দেখুন না। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তিপত্র সই করাকেই যারা স্বাধীনতা বলে ভারতবাসীকে ঠকিয়ে গেছেন, দ্বিতীয়ত মিশ্র অর্থনীতির নামে যারা পুঁজিবাদের ভিত্তি ভারতে মজবুত করে গেছেন সেই পুঁজিবাদের ভিটের সিঁড়িগুলোতে আজও যারা রঙ তুলী বার্নিশ লাগিয়ে ঘষা মাজা করছেন একদিকেও অপরদিকে ধোঁকা দিয়ে দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে, হুমকি ধমকির মাধ্যমে তাদের শোষণের ও বিলাশভোগের যন্ত্রসমূহে তেল মাধল ঢেলে চলেছেন— তাদের কি ফ্যাসিষ্ট বলাটা খুবই ভুল হয়ে যাবে?

ধরুন না, ত্রিপুরা কিংবা পশ্চিম বাংলারই কথা। এখন অশুভ মুহূর্তে ভারতের উক্ত দুই অঙ্গরাজ্যে বামফ্রন্ট মুখরোচক নামের আড়ালে ক্ষমতালোভী কম্যুনিষ্টরা তিনদশাধিক কাল ক্ষমতায় থেকে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে দুটো রাজ্যেই সর্বনাশ সাধন করে গেছেন। মূলতঃ কংগ্রেসীদের বিকল্পশাসক রূপে এদের দুই রাজ্যে বই জনসাধারণ শাসনভার হাতে তুলে দিয়ে--- (১) ত্রিপুরায় "এডিসি",১৯৮০-র গণহত্যা, উগ্রপন্থী, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত বিদ্বেষের প্ল্যালটেশনের উপহার পেয়েছেন আর বিনিময়ে হারিয়েছেন সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কৃতি অবনমন আর রাজনৈতিক 'ধসা-রোগের' আবির্ভাব। আর (২) পশ্চিমবঙ্গবাসী ও তাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্যির অবনতিসহ সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের কশাঘাত মেনে নেওয়ার বিনিময়ে পেলেন রাজ্য বাগের চক্রান্ত আর বর্তমানেও শিকারে পরিণত হয়েছেন শাসকের পোষাক পরা শোষক ও জল্লাদের দুর্বৃত্তপনা।

বর্তমানে যারা দেশনায়কের পদে অধিষ্ঠিত তারা তো বেনিয়াপনায় ব্রিটিশদেরও হারমানাচ্ছেন। বর্তমানের ডিজিটাল লাগিয়ে দেশবাসী লোক সাধারণকে রীতিমত "বোকা" বানিয়ে, গণতন্ত্রকে ধোঁকাতন্ত্রে পরিণত করতে চলেছেন। আর সেই ষ্ট্র্যাটেজি নিয়ে ওরা ধরে অথচ অথি সন্তপনে এই খণ্ডিত ভারতকে "পুঁজিপতিদের পশ্চাদ্‌ভূমি (হিন্টারল্যান্ড) ও উৎকৃষ্ট বাজার বানাতে চলেছেন। আর ওদের চটকদার প্রচার, বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং মনকী বাত দেশহিত লোকহিত, উদ্যোগহিত ইত্যািদি রঙ মাথা ছুরির মাধ্যমে কসাইগীরি চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশ সরকারের 'নতজানু' পররাষ্ট্র নীতিতে আটকা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন: বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৫।। বাংলাদেশ সরকার 'নতজানু'পররাষ্ট্র নীতির কারণে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে পারছে না বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ব্যর্থতার জন্য সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতি, তাদের দুর্বলতাই একমাত্র দায়ী।

বিএনপি নেতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী এ পর্যন্ত কোনো বিশ্ব নেতার সাথে স্যাত করেননি এবং ইস্যু নিয়ে কোনো দেশ সফর করেননি। এমনকি, সরকার জাতিসংঘে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে পারেনি। এজন্য মানুষকে এখনও রোহিঙ্গা সমস্যার মতো একটি বিশাল বোঝা বহন করতে হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে নেতা-কর্মীদের সাথে জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

চীন ও ভারত দুটি দেশ মিয়ানমারকে তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করতে প্রধান ভূমিকা নিতে পারে উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, দুই শক্তিশালী দেশকে এটি করতে রাজি করার মতো মতা সরকারের নেই। বাংলাদেশ ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে আগস্ট মাসে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী রাখাইন রাজ্যে গণহত্যা শুরু করলে ৭ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রস্তুতি সত্ত্বেও গত কয়েক বছর চেষ্টা করেও এখনও কোনো রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন সম্ভব হয়নি।

ফখরুল বলেন, যারা দেশের স্বাধীতার জন্য লড়াই করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, তাদের এখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার জন্য দমন করা হচ্ছে, যা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বিরোধী। তিনি বলেন, এটি দুঃখজনক যে সোমবার চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারি দলের সংসদ সদস্যের গুন্ডা বাহিনী হামলা চালিয়েছে এবং আহত করেছে।

'আমরা দীর্ঘদিন ধরে বেদনা সহকারে ল্য করছি যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্ট হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের এখন কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই। বাংলাদেশকে সত্যিকারের পরাধীনতার দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে।'

বিদ্যুতের ছোবলে করুণ মৃত্যু অধ্যাপিকা ও রাজমিস্ত্রির, শোকগ্রস্ত কাবুগঞ্জ-শিলচর-বদরপুর

কাবুগঞ্জ (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : নিজের বাড়িতে জলের মটরের স্যুইচ অফ করতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন বছর ৪০-এর অধ্যাপিকা বাবলি পাল। সৌভাগ্যবলে রক্ষা পেয়েছে বাবলির দুই মেয়ে অনুস্মিতা ও দেবস্মিতা। মেয়ে দুটিকে রক্ষা করতে গিয়ে বাড়ির রাজমিস্ত্রি কাদির আহমদ লস্করেরও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কাছাড় জেলার ধলাই থানার অধীন কাবুগঞ্জের পার্শবর্তী নরসিংপুর দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে। মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক দুটোয় সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি। এ ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

নরসিংপুরের বাড়িতে প্রতিদিনের মতো সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন হতভাগিনী কলেজ শিক্ষিকা বাবলি পাল। বাড়িতে জলের ট্যাংক ভরতি হয়ে যাওয়ায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে বৈদ্যুতিক মেশিনের স্যুইচ বন্ধ করতে যান তিনি। তখনই ঘটে বিপত্তি। স্যুইচে হাত দেওয়ার সাথে সাথেই বিদ্যুতের ছোবলে পাশে লোহার গ্রিলে গিয়ে পড়েন তিনি। শরীরে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে পড়ায় ছটফট করার করুণ দৃশ্য দেখে দুই মেয়ে মাকে উদ্ধার করতে চিৎকার হইচই করে এগিয়ে যায়। বাড়ির দ্বিতল থেকে রাজমিস্ত্রি কাদির আহমদ লস্কর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে তড়িঘড়ি নীচে নেমে মেয়ে দুটিকে মায়ের সংস্পর্শে যাওয়ার আগেই জোরে ধাক্কা দিয়ে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাড়ির গিন্নি বাবলি পালকে রক্ষা করতে গিয়ে গ্রিলের স্পর্শে গেল মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুতের ছোবল পড়ে কাদির আহমদ লস্করের শরীরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নাবালিকা দুই মেয়ের চোখের সামনে ছটফট করতে করতে জীবনদীপ নিভে যায় বাবলি পাল এবং রাজমিস্ত্রি কাদির আহমদ লস্করের (২০)। রাজমিস্ত্রি কাদিরের বাড়ি ধলাই থানার নগদিরগ্রাম চতুর্থ খণ্ড গ্রামে। হতভাগ্য কাদিরের বাবার নাম রমবম আহমেদ লস্কর।

ঘটনার সময় বাবলির স্বামী বিপ্লব পাল বাড়িতে ছিলেন না। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়িতে আসেন তিনি। ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে। বাবলি পাল বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। শিলচর গুরুচরণ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান বিপ্লব পাল বাবলি পালের স্বামী। জনপ্রিয় ম্যাডাম বাবলি পালের করুণ মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাবুগঞ্জ ও তাঁর কর্মস্থল বদরপুর এবং শিলচর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে খবর পেয়ে ধলাই থানার পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মৃতদেহ দুটির প্রাথমিক এনকোয়েস্ট করার পর স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।অন্যদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনার খবর পেয়ে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন সোনাইয়ের বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর। তিনি শোকসন্তপ্ত উভয় পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে নিহত অধ্যাপিকা বাবলি পাল ও রাজমিস্ত্রি কাদির আহমদের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন। মর্মান্তিক এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন বদরপুর প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তারা।

কাছাড়ে পালংঘাটে ট্যাংকার-স্কুটির সংঘর্ষ, হত এক, গুরুতর ঘায়েল এক

পালংঘাট (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত পালংঘাটে তেল পরিবাহী ট্যাংকারের সঙ্গে এক স্কুটির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জনৈক যুবকের। গুরুতর আহত হয়েছেন স্কুটির অপর আরোহী যুবক। মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আমড়াঘাট-কাবুগঞ্জ এসএমডি পূর্ত সড়কের পালংঘাট ডুগরুবস্তি এলাকায়। মৃত স্কুটি আরোহীকে কচুদরম থানা এলাকার নাগাখাল গ্রামের জনৈক নিমার আলি লস্করের বছর ২০-এর ছেলে আহাদুল লস্কর। গুরুতর আহত যুবক একই গ্রামের আলতাফ হুসেন লস্করের ছেলে দিলওয়ার হুসেন লস্কর।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, এএস ১১ পি ০৬২২ নম্বরের স্কুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিল আহাদুল ও দিলওয়ার। তখন এএস ০১ এক্স ২২৬৭ নম্বরের তেল পরিবাহী ট্যাংকারে সঙ্গে পালংঘাট ডুগরুবস্তি এলাকায় এসএমডি সড়কে তাদের স্কুটির সংঘর্ষ বাঁধে। এতে দুজনই স্কুটি থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। ঘটনাসলেই মৃত্যু হয় আহাদুলের। গুরুতর আহত দিলওয়ারকে ১০৮ অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠান সানীয়রা।

এদিকে দুর্ঘটনা সংগঠিত করে পালিয়ে যাওয়ার পথে দর্মিখালের কল্যাণপুর এলাকায় ঘাতক ট্যাংকারকে আটক করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন পালংঘাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। তিনি ঘটনাসলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন ১৬৩ জন পজিটিভ শনাক্ত

শিলচর (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরায়ে আক্রান্ত হয়ে বরাক উপত্যকায় গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত সংবাদ মাধ্যমকে এই খবর দিয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২৯৪ জনকে স্ক্যানিং করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১৫০ জন এবং মহিলা ১৪৪ জন। এছাড়া স্যাম্পল কালেকশন করা হয়েছে ১,০১০ জনের। ৬২৭ জনের টেস্ট করা হয়েছে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্যাম্পল টেস্ট করা হয়েছে ৭৯ হাজার ৪৫১টি।

ডা. গুপ্ত জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন ২৪ জন রোগী। ছয়ের পাতায়

গ্রিসে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা, হ্যারি মাগুইর-এর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় চার্জশিট পেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট (হি.স.) : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক হ্যারি মাগুইর-এর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় চার্জশিট পেশ। গত সপ্তাহে গ্রিসে ছুটি কাটাতে গিয়ে মায়কোনোসের একটি পানশালার বাইরে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন তারকা ফুটবলার। পুলিশি হেফাজত থেকে প্রাথমিকভাবে মুক্তি দেওয়া হলেও একাধিক ধারায় চার্জশিট পেশ করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

গ্রিক সংবাদমাধ্যমের খবর, মায়কোনোসে এক পানশালার বাইরে হ্যারিরা স্থানীয়দের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ এলে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশের সঙ্গেও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন তারকা ফুটবলার ও তাঁর সঙ্গীরা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পানশালার বাইরে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে প্রথমে বচসায় জড়ান মাগুইর। পরে আঘাত করেন। তার পরেই মাগুইর-সহ মোট তিনজন ব্রিটিশ নাগরিককে আটক করে গ্রিক পুলিশ। এই ঘটনায় হ্যারি ও তাঁর দুই সঙ্গীর বিরুদ্ধে হেনস্থা, প্রকাশ্যে কটুক্তির অভিযোগ আনা হয়েছে। তারকা ফুটবলারের বিরুদ্ধে পুলিশকে ঘুষ দিতে চাওয়ার বাড়তি অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশিটে। মঙ্গলবারই মায়কোনোসের নিকটবর্তী সায়রসের ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টে বিচার হওয়ার কথা মাগুইর-সহ তিন অভিযুক্তের। যদিও বিচার চলাকালীন ম্যান ইউ তারকার আদালতে হাজির থাকার সম্ভাবনা কম।

উল্লেখ্য, ইউরোপা লিগ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর মাগুইর এই মুহূর্তে অফ-সিজনের ছুটিতে রয়েছেন। বান্ধবীর সঙ্গে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন মায়কোনোসে। হ্যারির ভাই ও কয়েকজন বন্ধুও সঙ্গে রয়েছেন।

করোনায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত বাংলাদেশে, মৃতের সংখ্যা ছড়াল চার হাজারের গণ্ডি

ঢাকা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে বাড়ছে করোনায় মৃতের সংখ্যা। দেশে গত ২৪ ঘন্টায় মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। দেশটিতে মৃতের সংখ্যা চার হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত দেশে করোনায় মারা গিয়েছেন চার হাজার ২৮ জন। প্রাণঘাতী ভাইরাসে মৃতের নিরিখে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান ২৯তম।

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া মারণ ভাইরাস গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম থাবা বসিয়েছিল। তার ১০ দিন বাদে গত ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। তার পর যত সময় গড়িয়েছে ততই আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। আম আদমির পাশাপাশি মারণ ভাইরাস প্রাণ কেড়েছে আনিসুজ্জামান, মুর্তজা বশীরের মতো দেশের বিশিষ্ট গুণীজনের। প্রাণ হারিয়েছেন পুলিশ-আমলা-চিকিৎসক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, ছয়ের পাতায়

বেনাপোল বন্দরে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে ট্রাকসহ শাড়ির চালান আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৫।। বেনাপোল বন্দরে কাগজপত্র বাদে ২০ লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে ট্রাকসহ একটি শাড়ির চালান আটক করেছে কাস্টমস কর্মকর্তারা।

বেনাপোল কাস্টমস সূত্র জানায়, যশোরের ভাবনা এন্টারপ্রাইজ নামে একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে ৬০২ প্যাকেজ রকমারি পণ্য আমদানি করে। যার কাস্টমস বি/ই নাম্বার -৩২৯৩৭ তারিখ-১৩/০৮/২০- পণ্য চালানটি ছাড়ার দায়িত্বে ছিলেন পুটখালি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মাস্টার হাদিউজ্জামানের মালিকাধীন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রিমু এন্টারপ্রাইজ। পণ্যচালানটি কাস্টমস ও বন্দরের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে বন্দর থেকে ডেলিভারি নেয়ার সময় কৌশলে একই শেডে লুকিয়ে রাখা অতিরিক্ত ১০ বেল উন্নত মানের বিয়ের শাড়ি ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কাস্টমস কমিশনার আজিজুর রহমানের নির্দেশে পণ্য চালানটি আটক করা হয়।

আটক অতিরিক্ত ১০ বেল শাড়ির কোনো কাগজপত্র ছিল না। মাস্টার হাদিউজ্জামান দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব খাটিয়ে বন্দর থেকে কাগজপত্র বাদেই নো এন্টি মালামাল পাচার করে আসছিলেন। সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে তিনি কোটি কোটি টাকার অবৈধ অর্থের মালিক হয়েছেন।

বেনাপোল কাস্টমস হাউসের কমিশনার আজিজুর রহমান জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রিমু এন্টারপ্রাইজের একটি শাড়ির চালান আটক করা হয়েছে। যার কোনো কাগজপত্র ছিল না। তার লাইসেন্স বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সি আর দত্তের অবদান বাংলাদেশ চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৫।। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর উত্তমের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শেখ হাসিনা এক শোকবার্তায় বলেন,মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অনন্য অবদান দেশ ও জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি চিত্ত রঞ্জন (সি আর) দত্ত বার্ধক্যজনিত জটিলতায় মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফোরিডার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

মৃত্যুকালে সি আর দত্ত দুই মেয়ে, এক ছেলে ও অসংখ্য স্বজন রেখে গেছেন।

দুই বিধায়ক, অগপর রমেন্দ্র কলিতা ও কংগ্রেসের অজন্তা নেওগ করোনা পজিটিভ

গুয়াহাটি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিম গুয়াহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের শরিকদল অগপর রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা এবং গোলাঘাটের বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেসের অজন্তা নেওগের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাঁদের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। চারদিন আগে অসম থেকে রাজ্যসভার সদস্য কামাখ্যা প্রসাদ তাসা এবং দেড়গাঁওয়ের বিধায়ক ভবেন ভরালির শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছিল। তাঁরা চিকিৎসাধীন। দুই নেতাকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ ছয়ের পাতায়

দলিত লেখকের আর্জি মেনে সম্মানের কাজ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি স)। দলিত লেখক তথা গবেষক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোরঞ্জনবাবু রাজ্যের জনশিক্ষা দফতরের অধীন হেলেন কেলার বিদ্যালয়ে পাচকের কাজ করেন।এটি দক্ষিণ কলকাতার মুকুন্দপুরে। বয়সের চাপে সেই কাজ করতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে তাই অনুরোধ করেছিলেন ওই কাজের পরিবেশ সহ্য হচ্ছে না। এর বদলে সহনশীল কোনও কাজের সুযোগ দিতে।

মনোরঞ্জনবাবু আদতে উদ্বাস্তু পরিবারের। মহাশ্বেতা দেবীর হাত ধরে সাহিত্য জগতে তাঁর উপস্থিতি। খ্যাতনামা লেখকের এই আবেদনে তৎক্ষণাৎ সায় দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের তথ্য অধিকর্তা মিত্র চ্যাটার্জি প্রচারমাধ্যমকে মঙ্গলবার এ কথা জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জনশিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দেন তাঁকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিদ্যানগর পাবলিক লাইব্রেরিতে মোতায়েনের জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই সহৃদয়তায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মনোরঞ্জনবাবু। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ফোনে তাঁকে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের কথা জানান।

মনোরঞ্জন ব্যাপারী বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় আনুমানিক ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়েসে দেশভাগের কারণে তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। বাঁকুড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ঘুটিয়ারী শরিফ ইত্যাদি নানা জায়গায় উদ্বাস্তু শিবিরে ছিন্নমূল পরিবারের সাথে বসবাস করেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। আসাম, লখনউ, ইলাহাবাদ ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্বল্প পারিশ্রমিকে নানা ধরনের কাজ করেছেন। একসময় জীবিকার খোঁজে তিনি দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে চলে যান। অমানুষিক পরিশ্রম, বর্ণবিদ্বেষমূলক অপমানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। মধ্যভারতের নকশাল আন্দোলনও শ্রমিক নেতা শংকর গুহনিয়োগীর সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিক কারণে জেলে থাকার সময় নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন তিনি। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মালবাহক, শ্রমিক, কুলী ও মজুরের কাজ করতে করতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেই সাহিত্য সাধনা করেন এই দলিত সাহিত্যিক।

মনোরঞ্জনবাবুর বিখ্যাত সৃষ্টি ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন তাঁর দলিত জীবনের কাহিনি নিয়ে লেখা।কলকাতায় রিকশা চালকের কাজ করার সময় লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর সাথে তাঁর আলাপ হয়। মূলত তাঁরই উৎসাহে লেখা প্রকাশ করেন শ্রী ব্যাপারী। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি হল:

ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন — ১ম পর্ব ও ২য় পর্ব, অন্য ভুবন, বৃত্তের শেষ পর্ব, জিজীবিষার গল্প, চণ্ডাল জীবন, বাতাসে বারুদের গন্ধ, অমানুষিক, গল্প সমগ্র — ১ম খণ্ড, গল্প সমগ্র - ২য় খণ্ড", মতুয়া এক মুক্তি সেনা, মরণ সাগর পারে তোমরা অমর প্রভৃতি।

হাইলাকান্দিতে বিভিন্ন দল থেকে ৩০ জন সংখ্যালঘু নাগরিকেকর বিজেপিতে যোগদান

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : অসম বিধানসভা নির্বাচনের দিনকাল ঘনিয়ে আসছে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের দৌড়ঝাঁপও শুরু হয়েছে। নির্বাচনে লড়তে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেজায় বেড়েছে। নিজেদের রাজনৈতিক ভিত মজবুত করতে কৌশলে চলছে পরোক্ষ প্রচারাভিযান পর্ব। প্রত্যাশী প্রার্থীরা নিজেদের পালে হাওয়া তুলতে তৎপরতার সঙ্গে সর্বস্তরের জনগণ তথা ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে নানা কার্যসূচি আয়োজনে ব্যস্ত।

এদিকে বিভিন্ন দলের কর্মীমহলে নিজেদের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার দিক নিয়ে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করছেন তৃণমূলস্তরের দলীয় কর্মীরা। লাগাতার দলের হয়ে কাজ করে আসলেও দলীয় নেতাদের কাছে অবহেলিত হতে হয়েছে অসংখ্য কর্মীকে। এভাবে বিভিন্ন বঞ্চনার শিকার হয়েছেন বহুসংখ্যক কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ কর্মীরা।

ফলে বর্তমানে বিজেপির সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাস নীতির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের দল ছেড়ে বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু মুসলমান বিজেপিতে যোগদান করতে এগিয়ে আসছেন। মঙ্গলবার হাইলাকান্দির চিপরসাঙ্গনে সামাজিক দূরত্ব মেনে আয়োজিত এক সভার মাধ্যমে গেরুয়া দলে যোগদান করেছেন ৩০ জন সংখ্যালঘু বিভিন্ন দলের কর্মী। নতুন সদস্যদের দলীয় উত্তরীয় ও মালা দিয়ে বরণ করেছেন আলগাপুর মণ্ডল বিজেপি সভাপতি বিধান চন্দ, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত কুমার দাস, বিজেপির হাইলাকান্দি মণ্ডলের সহ-সভাপতি সুরজিৎ সেন, হরিকুমার সিনহা প্রমুখ।

মঙ্গলবার অসমে আরও আট করোনা-আক্রান্তের মৃত্যু, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৬০

গুয়াহাটি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আজ মঙ্গলবার আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬০। গতকাল সোমবার এই সংখ্যা ছিল ২৫২।

আজ রাত ৯.২৬ মিনিটে তাঁর টুইট আপডেটে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নিহতদের তালিকাও টুইটে প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। করোনোয় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে কামরূপ মেট্রো জেলার উষা দাস (৭০), অপর্ণা রায় (৪৮), নয়না দাস (২১), নলবাড়ির লাবণ্য ভুইয়াঁ (৬৫), বাকসার মসফিল হুসেন (৫৫), কারবি আংলঙের অজয় কুমার গুপ্ত (৪০), গোলাঘাটের জন্টু দেব (৪৬), মাজুলির বিষ্ণু বিশ্বাস (৫৫)।

তবে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে যে একজনের আজ মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য তাঁর টুইট আপডেটে জানাননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। এদিকে অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯২,৭০০ অতিক্রম করেছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত নতুন সংক্রমিতের তথ্য সরকারিভাবে জানানো হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের মধ্যে এই সংখ্যা আরও বাড়বে।

ফের লকডাউনের বিরোধিতা করিমগঞ্জ কংগ্রেসের, চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করার দাবি সুব্রতের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ২৭ আগস্ট থেকে করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাক উপত্যকার তিন জেলায় দশদিনের যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব। তাঁর কথায়, লকডাউন ফের জারি করা মানে, খেটেখাওয়া গরিব, দিনমজুরদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। বলেন, করোনা সমস্যার সমাধান লকডাউন করতে পারবে না। সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার স্বাস্থ্য বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

সুব্রত বলেন, হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে, আইসিইউ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের পর্যাপ্ত কিট প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করে চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। করোনা থেকে মানুষকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে যে সকল উপকরণের দরকার সে সবের ব্যবস্থা না করে লকডাউন কোনও সমাধানসূত্র হতে পারে না বলে অভিমত সুব্রত দেবের। তিনি অভিযোগ করে বলেন, গুয়াহাটিতে যখন দিনে পঞ্চাশ থেকে ষাটজন করোনা আক্রান্ত হচ্ছিলেন তখন দ্বিতীয় বারের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এতে উল্লেখযোগ্য কোনও ফল পাওয়া যায়নি। তাই মানুষকে বিপদে ফেলতে ফের লকডাউন ঘোষণা না করে চিকিৎসা পরিষেবাকে কী করে উন্নত করা যায়, সে দিকে সরকারের মনোনিবেশ করা জরুরি। করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার সময় দেশে যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল তারও সমালোচনা করেন তিনি।

করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব আরও বলেন, বর্তমানে সপ্তাহে দুদিন শনি ও রবিবার পুর এলাকা সহ জেলার বেশ কয়েকটি বাজারেও যে লকডাউন রয়েছে, তা-ও উঠিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ এর ফলে নাগরিক হয়রানি ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না বলে তিনি দাবি করেন। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে জেলা কংগ্রেস নেতা সুব্রত দেব বলেন, এখন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু কোভিড হাসপাতাল সহ শিলচর ছয়ের পাতায়

হাফলঙে ৩০ জন উদীয়মান যুবক যুবতীর বিজেপিতে যোগদান

হাফলং (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাস অতিমারির মধ্যে রাজ্যের রাজনীতি এখন সরগরম হয়ে উঠেছে। বিধানসভা নির্বাচন সমাগত। তাই সমগ্র রাজ্য জুড়ে বিজেপি ও বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়ে উঠেছে।

২০২১-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি, কংগ্রেস, এআইইউডিএফ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজ্যের অন্যতম প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সাগা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) পৃথক একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠনে তৎপরতা শুরু করেছে।

রাজ্যে সমাগত বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিমা হাসাও জেলায়ও বিজেপি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যের শাসকদল বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস দলে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। মঙ্গলবার হাফলঙে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন বেশ কিছু উদীয়মান যুবক যুবতী। হাফলঙে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি দনপাইনন থাওসেন, জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা পার্বত্য পরিষদের ইএম নিপোলাল হোজাই, ইএম নন্দিতা গার্লোসা, ইএম নাম্রথাং মার, পরিষদ সদস্য ঈশ্বরীপ্রসাদ জইশির উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন হাফলং শহরের পার্শবর্তী মলহয় গ্রামের ৩০ জন উদীয়মান যুবক যুবতী। তাদের বিজেপি দলে স্বাগত জানান জেলা বিজেপি সভাপতি দনপাইনন থাওসেন।

অসম মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব, ভরতি সমস্যা হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : অসম মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হতে বিলম্ব হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন কলেজে অনলাইনে ছাত্র ভরতির নির্ধারিত তারিখও পেরিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ছাত্রভরতির অনলাইন লিংক বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে বর্তমানে মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিকে ভরতি হতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আজ মঙ্গলবার এসএফআই আলগাপুর আঞ্চলিক কমিটি এবং হাইলাকান্দি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্র ভরতির জন্য অনলাইন লিংক খুলে দেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষের ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ঋষি কাপুরের সঙ্গে শেষ আড্ডায়...

বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা ঋষি কাপুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে একাধিকবার। শেষ দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর। তখন কি আর জানতাম, এটাই আমাদের শেষ আড্ডা! তাঁর অভিনীত শেষ ছবি 'দ্য বডি' মুক্তির আগে ছিল এক দীর্ঘ আলাপচারিতা। ১১ মাস ১১ দিন ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবে জীবনের মূল স্রোতে ফিরেছিলেন তিনি। সেদিনও সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলে দুরুদুরু বুকে হাজির হয়েছিলাম এই বলিউড অভিনেতার সামনে। কারণ, মনের মতো প্রশ্ন না হলে রীতমতো রেগে যান তিনি। আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন একদমই পছন্দ করেন না। সাক্ষাৎকারের শর্তই ছিল ক্যানসার আর আলিয়া-রণবীর নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়। স্ত্রী নিতু সিং কাপুরের সঙ্গে 'বেলাশেষ' ছবির রিমেকে অভিনয় করার কথা ছিল। 'বেলাশেষ'-এর শেষটা আর হলো না ।অগ্রহায়ণের দুপুরের এই আড্ডায় গোলাপি রঙের টি—শার্টে সেদিন ঋষি ছিলেন আপাদমস্তক রোমান্টিক এক মানুষ। তাই দেখা হতে রোমান্টিক হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন, 'যদিও আমার বয়স ৬৭, কিন্তু আমার হৃদয় আজও তরুণ। আর রোমান্সের কোনো বয়স হয় না। মনেপ্রাণে আমি আজও রোমান্টিক।' সেদিনের প্রশ্নোত্তর নিয়েই আজ বিদায়ের দিনে তাঁকে স্মরণ করছি।

অভিনয়ের আঙিনায় ৫০ বছর পার হতে চলেছে। কেমন ছিল এই অভিনয়—সফর?

আমি আমার কাজকে সব সময় উপভোগ করেছি। আমি খুবই আবেগপ্রবণ অভিনেতা। আমি মাথা দিয়ে অভিনয় করি না, করিনি। সব সময় মন দিয়ে অভিনয়কে ভালোবেসে কাজটা করেছি। 'মেরা নাম জোকার' ছবিটি ধরলে আগামী বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ৫০ বছর হবে। তবে অভিনয়ের সফরটা এখনই শুরু হয়েছে বলা যায়। ২৫ বছর ধরে নায়ক হয়ে শুধু নেচে গেছি। বলিউডে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে নিজেকে প্রতিটা ছবিতে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করছি।

বলিউডে আপনার ইমেজ ছিল 'চকলেট বয়ে'র। কিন্তু এখন আপনি সেই ইমেজ ভেঙে চুরমার করেছেন। ৯০ বছরের বৃদ্ধ থেকে দাউদনানান চরিত্রে দেখা যায় আপনাকে। এই দ্বিতীয় ইনিংস নিয়ে কিছু বলুন

আমি আমার এই রোমান্টিক ইমেজ আগেই ভাঙতে চেয়েছিলাম। ২৫ বছর আগে আমি যা যা করতে চেয়েছিলাম, এখন তা করার সুযোগ পাচ্ছি। আগে আমাকে কেউ অন্য ধারার ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দিত না। সুইজারল্যান্ডে গিয়ে নায়িকার সঙ্গে প্রেম করেছি। আগে ছবির গল্প বলতে ছিল, প্রেম-ভালোবাসা, প্রচুর মারপিট বা প্রথম অর্ধেকে ভাই—বোন হারিয়ে যাবে, আবার শেষভাগে সবাই সবাইকে ফিরে পাবে। সেসব বস্তাপচা গল্প থেকে এখন হিন্দি সিনেমা বেরিয়ে এসেছে। মাল্টিপ্লেক্স আসার পর ছবির মান উন্নত হয়েছে। অন্য ধারার ছবি হচ্ছে। সিনেমা সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলেছে। নায়ক-নায়িকা ছাড়াই এখন গল্পপ্রধান হিন্দি সিনেমা হচ্ছে। চরিত্রাভিনেতাদের কাঁধে ভর করে এখন সিনেমা হিট হচ্ছে। এ ধারণার বদল এনেছেন অমিতাভ বচ্চন। উনিই প্রথমে দেখিয়েছেন চরিত্রাভিনেতারাও ছবির নায়ক-নায়িকা হতে পারে। তবে আমার দ্বিতীয় ইনিংস পুরো বৈচিত্র্যে ভরা। সব প্রথা ভেঙে নানান চরিত্রে অভিনয় করছি। আমি প্রমাণ করেছি আমিও ভালো অভিনেতা। আর আমার এখনকার অভিনীত প্রায় সব চরিত্রই প্রশংসিত হয়েছে। প্রচুর পুরস্কারও পাচ্ছি।

৫০ বছরের দীর্ঘ এই সফরে কোনো আক্ষেপ আছে কি?

না, আমার কোনো আক্ষেপ নেই। রণবীরকে (ছেলে, বলিউড তারকা রণবীর কাপুর) আমি সব সময় বলি যে

সফলতা যেন মাথায় চড়ে না বসে। আর ব্যর্থতা যেন হৃদয় চুরমার করে না দেয়। কোনো অভিনেতাই জীবনে ১০০ শতাংশ সফল হন না।

নিজের অভিনীত ছবি দেখেন?

উঁহু, নিজের ছবি দেখতে পছন্দ করি না। এমনকি রণবীরের অধিকাংশ ছবি আমার দেখা হয়নি। রণবীরের কোনো ছবি দেখলে মনে হয় ও এটা ঠিক করেনি। এভাবে করা উচিত ছিল। নিতু আমার আর রণবীরের সব ছবি দেখে। আর ছবি দেখার পর নিতু ওর মতামত জানায়। নিতুর মতো আমার মা আমার অভিনীত সব ছবি দেখতেন। আর উনি আমার অভিনয়ের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন। তবে আমি অন্য অভিনেতাদের ছবি দেখি।

বায়োপিকে অভিনয় করতে চান?

বায়োপিকের জন্য আমি নিজেকে সবচেয়ে ভুল আর দুর্বল অভিনেতা বলে মনে করি। আমি কাউকে নকল করতে পারি না। আমি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনেতা। আমি হৃদয় দিয়ে অভিনয় করি। তাই আমাকেও কেউ সহজে নকল করতে পারবে না।

প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করেন?

আমার কোনো প্রতিযোগী আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আমার কাজ খুব ভালোভাবে করছি। আমি জানি না এটা ঠিক না বেঠিক। তবে আমি নিজেকে সেরা মনে করি। আর যারা প্রতিযোগিতার কথা ভাবে, তারা খুবই নীচ মানসিকতার লোক বলে আমার মনে হয়।

নিতু সিংয়ের সঙ্গে কবে আবার আপনাকে পর্দায় দেখা যাবে?

কে আর বুড়ো-বুড়ির রোমান্স দেখতে চায় (সশব্দে হেসে)। আমি আর নিতু ১৬টি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। এর মধ্যে ১৩টি ছবিতে আমরা নায়ক-নায়িকা ছিলাম। সবাই চায় যে আমরা আবার একসঙ্গে কাজ করি। একটা ছবি করার কথা আছে। এই ছবিতে ৪০ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আমরা একে অপরের থেকে আলাদা হতে চলেছি। এই নিয়ে ছবিটা শুরু। এটা মূলত একটা বাংলা ছবি (বেলাশেষে)। ছবির বিষয়বস্তুটা দারুণ। ছবিটাও খুব হিট করেছিল।

কখনো কি চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম আপনাকে আকর্ষণ করেছে?

কেন করবে বলুন তো? এত বছর ধরে কাপুর পরিবারের অন্য কাউকে করেনি, আমায় কেন করবে। সিনেমা ছাড়া কাপুর পরিবার কিছু ভাবতে পারে না। আজ হিন্দি চলচ্চিত্রের বয়স ১১০ বছর। তার মধ্যে কাপুর পরিবারই ৯০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে। ১৯২৭ সালে আমার দাদাজি পৃথ্বীরাজ কাপুর কাজ করা শুরু করেন। আমাদের পরিবারের চার প্রজন্ম এই মাধ্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর, রণধীর কাপুর, তারপর আমার ছেলে রণবীর কাপুর এই ফিল্মি দুনিয়ায় এসেছে। এই নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড আছে।

এই প্রজন্মের অভিনেতাদের কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রাজকুমার রাও, ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা, রণবীর কাপুর, রণবীর সিংএদের আমি অভিনেতা হিসেবে সম্মান করি। আমার যৌবনে আমি কখনোই ওদের মতো কাজের সুযোগ পাইনি। ১৯৭৩ সালে দর্শক কখনোই 'বালা' বা 'ভিকি ডোনার'-এর মতো ছবি গ্রহণ করতে পারত না। এখন দর্শক অনেক বেশি শিক্ষিত। তাদের রুচি বদলেছে। এখন সবাই ছবির কনটেন্টকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আমাদের সময় কোনো নায়ক আয়ুষ্মানের মতো টাকলা হয়ে 'বালা'-র মতো কোনো ছবি করার সাহস পেত না।

সেন্সর বোর্ড কাঁচি চালিয়ে এখনকার সিনেমাগুলো তছনছ করে। এই ব্যাপারে আপনার কী মত?

এখন তো তেমন কিছুই কাটা হয় না। আমার বাবা ২২ বছর বয়সে 'বরসাত' বলে এক সিনেমা করেন। নার্গিস ছিলেন ছবির নায়িকা। এই সিনেমাটাকে 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বাবা যখন কারণ জানতে চান, তখন বলা হয়, ছবিতে নার্গিসজি একবারও ওড়না পরেননি। যিনি 'এ' সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তিনি এখনকার সিনেমা দেখলে তো হার্টফেল করেই মারা যাবেন। (সশব্দে হেসে)

আপনি তো তারকা পুত্র। ক্যারিয়ার শুরুর সময় দাদু, বাবার তারকাখ্যাতি আপনার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলেনি?

এ প্রশ্নটা স্বজনপ্রীতি নিয়ে, তাই তো? কঙ্গনা বলে কেউ একজন আছেন, যিনি 'স্বজনপ্রীতি' নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। করণসহ অনেকেই এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় তারকাপুত্র তো রাজ কাপুর নিজেই। রাজ কাপুর শুধু পৃথ্বীরাজ কাপুরের সন্তান ছিলেন বলেই কি সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছেন? আমি রাজ কাপুরের সন্তান বলেই কি ৪৫ বছর ধরে বলিউডে কাজ করে চলেছি? রণবীর আমার ছেলে বলেই কি আজ সে বলিউডের সুপারস্টার? আমাদের কারও কোনো যোগ্যতা না থাকলে কি আজ আমরা এত বছর ধরে এখানে কাজ করতে পারতাম! কারিনা, করিশমারও কি নিজেদের কোনো কৃতিত্ব নেই?

ইরফানকে নিয়ে স্ত্রী-সন্তানের আবেগঘন স্ট্যাটাস

রফান চলে গেছেন গত ২৯ এপ্রিল। এখনো শোকের ছায়ায় মোড়ানো ইরফানের পরিবার। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনে ইরফান খানের স্ত্রী সুতপা শিকদার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখলেন এক আবেগঘন স্ট্যাটাস। এক লাইনের একটি স্ট্যাটাস কিন্তু এটিই যেন বলে দিল ইরফান-সুতপার ভালোবাসার খবর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের একটি ছবি দিয়ে সুতপা স্ট্যাটাসে লিখলেন, 'আমি কিচ্ছু হারাইনি, বরং আমি সবকিছু পেয়েছি।'

দীর্ঘ দুটি বছর ধরে ইরফান খান এই মারাত্মক রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন। আর যোগ্য বন্ধুর মতো পাশে থেকে ইরফান খানকে আগলে রেখেছেন সুতপা। রোগের ভয়াল থাবা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ইরফানকে। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। চলে গেলেন ইরফান। কিন্তু যে স্মৃতি, যে ভালোবাসা রেখে গেছেন, তাই এখন সম্বল সুতপার।

হয়তো অনেক কিছুই বিশ্ব চলচ্চিত্রকে দেওয়ার ছিল ইরফান খানের, কিন্তু তা আর হলো না। অনেকগুলো ছবির কাজই বাকি থেকে গেল, আর ওপারে পাড়ি দিলেন ইরফান। সব হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে, ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই থামিয়ে গত বুধবার চলে গেলেন এই বলিউড অভিনেতা। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করলেন ইরফান খানের স্ত্রী সুতপা। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার বদলালেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে একটি মিষ্টি মুহূর্তের ছবি উঠে এল সেখানে। সত্যিই সুতপা ছিলেন ইরফানের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। এ কথা ইরফান স্বীকারও করেছেন নানা সময়। তার বেঁচে থাকার একটা দারুণ প্রাণশক্তিও ছিলেন সুতপা। ইরফান ভারতীয় গণমাধ্যমকে একবার বলেছিলেন, 'সুতপাকে নিয়ে কী আর বলব? ২৪ ঘণ্টা সে আমার পাশে, আমার সঙ্গে থাকে। আমি যদি বাঁচার আরও একটা সুযোগ পাই, তাহলে সেই জীবনের একমাত্র কারণ সুতপা।'

মায়ের মতো শোকগ্রস্ত দুই ছেলে বাবিল ও অয়ন। তবুও ধন্যবাদ জানিয়েছেন সৃহদদের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমার বন্ধুরা দুর্দিনে যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আমি তাতে ধন্য। আশা করি আপনারা সকলেই বুঝতে পারছেন যে এই মুহূর্তে আমার শব্দভান্ডার শূন্য। আমি সবার কাছে ফিরে আসব। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। অনেক ধন্যবাদ। অনেক ভালোবাসা সবাইকে।'

২০১৮ সালে বিরল ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পরও হার মানেননি ইরফান খান। বরং আরও বেশি করে জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু ভয়াল এই রোগের সঙ্গে হেরে অবশেষে চলে গেলেন এই বলিউড অভিনেতা। বুধবার সকালে তিনি মুম্বাইয়ের ধীরুভাই অম্বানি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।২৮ এপ্রিল হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে এবং একসময় সব চিকিৎসার উর্ধ্বে চলে যান ইরফান। তাঁকে আর ফেরানো যায়নি। হাসপাতালে তাঁর পাশেই ছিলেন স্ত্রী সুতপা শিকদার এবং তাঁদের দুই ছেলে।

সালমানের বাড়িতে কাটছে জ্যাকুলিনের কোয়ারেন্টিন

বেশ কিছুদিন হলো সালমান খান হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন পানভেলের ফার্ম হাউসে। সেখানে আরও আছেন সালমানের বোন অর্পিতা খান, বোনজামাই আয়ুশ শর্মা, ভাগনে আহিল শর্মা ও আয়াত শর্মা, প্রেমিকা ইউলিয়া ভানতুর, ভাই সোহেল খান, সোহেল খানের ছেলে নির্ভান খান, মডেল বান্ধবী ওয়ালুচসা ডি সুজা ও কর্মকর্তা—কর্মচারীরা। সব মিলিয়ে মোট ২২ জন আছেন সালমান খানের ফার্ম হাউসে। না, আরও একজনের নাম বাদ পড়ল। তিনি বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। সালমান খানের সঙ্গে তিনি এই কোয়ারেন্টিনের সময়ে থাকছেন পানভেলের ফার্ম হাউসেই।

জাকুলিন নাকি তাঁর 'গেন্দা ফুল' গানের মিউজিক ভিডিও নিয়ে সালমানের সঙ্গে আলাপ করতে পানভেলে গিয়েছিলেন। এরপর লকডাউনে আটকা পড়েছেন! সম্প্রতি সালমান খান তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জ্যাকুলিন সালমানের ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন আরেক ক্যামেরায়। সালমান খান ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'জ্যাকি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে।' সালমানের এই ছবির নিচে লাইক জড়ো হয়েছে প্রায় ২৫ লাখ।

জ্যাকুলিনও কম যান না, তিনিও পোস্ট করেছেন তাঁর তোলা সালমান খানের ছবি। জ্যাকুলিনের পোস্ট করা সালমানের ছবিতে লাইক পড়েছে ২০ লাখ। শুধু তা—ই নয়, সালমানের ফার্ম হাউসে সালমানের পালিত ঘোড়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেলফি তুলে তা ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। নিয়ম মেনে ব্যায়ামও করছেন। আবার নেটফ্লিক্সে দেখছেন নিজের অভিনীত সিরিজ মিসেস সিরিয়াল।

আটার ভেতর টাকা আমিরের নয়

দুনিয়াজুড়ে এখন ভুয়া খবরের ছড়াছড়ি। তাই কোনটা সত্যি আর কোনটাই—বা গুজব, তা বাছাই করা খুবই কষ্টকর। এমনই এক গুজবের পর্দা সরালেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান। করোনার কারণে ভারতজুড়ে হাহাকার। এ সময় বলিউড অভিনেতারা সাধারণ মানুষ তথা সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসহায় এবং ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে ।তবে এসব বলিউড তারকাকে নিয়ে নানান ভুয়া খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ভাইরাল হচ্ছে। কিছুদিন আগে খবর এসেছিল যে আমির খান আটার

সঙ্গে ১৫ হাজার রুপি বিলি করেছেন। এবার এ খবরের সত্যতা তিনি নিজে ফাঁস করেছেন ।খবরটা এমন, দিল্লির এক এলাকায় এক ট্রাক ভর্তি এক কিলোর আটার প্যাকেট পাঠিয়েছিলেন আমির। আর সবচেয়ে মজাদার খবর ছিল, প্রতিটি এক কিলো আটার প্যাকেটে ১৫ হাজার রুপি লুকানো ছিল। এ খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আমির টুইট করে এ খবরের সত্যটা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বন্ধুরা, আমি ওই ব্যক্তি নই যে আটার মধ্যে টাকা রেখে বণ্টন করেছি। এটা তো এক ভুয়া খবর। আমার ধারণা, কোনো রবিনহুড এটা দিয়েছেন, কিন্তু এর সত্যতা প্রকাশ করতে চান না। সুরক্ষিত থাকুন। আর সবাই আমার ভালোবাসা।'তাই বলে বসে নেই আমির। করোনার সঙ্গে এ যুদ্ধে আমিরও সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এক পোস্টের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের কুর্নিশ জানিয়েছেন। আর পুলিশের সাহসের প্রশংসা করেছেন এই বলিউড সুপারস্টার। পাশাপাশি একটা অ্যাকাউন্ট শেয়ার করে সবাইকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন আমির। আমির খানের আগামী ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'র শুটিং চলছিল জোরকদমে। করোনার কারণে এখন সব শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি ছাড়া এই ছবিতে কারিনা কাপুর খান আছেন। বেশ কিছুদিন আগে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির একটা পোস্টার ইন্টারনেটে এসেছিল। এ পোস্টারে আমিরের লুক সামনে আসে।

হবু শ্বশুর ঋষি কাপুরকে আলিয়ার খোলা চিঠি

আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চুটিয়ে প্রেম করছেন। এমনকি লকডাউনে কোয়ারেন্টিনের দিনগুলোতেও এক ছাদের নিচেই কাটিয়েছেন তাঁরা। এই দুই বছর ধরেই লিউকেমিয়ায় ভুগছিলেন রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর। গত বছর আলিয়া প্রেমিকের বাবাকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কেও ছুটেছিলেন। ১১ মাস ১১ দিনের চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে এলেও নিয়মিত সঙ্গ দিয়েছেন 'হবু শ্বশুর'কে। কথা ছিল, ঋষি কাপুর আরেকটু সুস্থ হয়ে উঠলেই বিয়ের সানাই বাজবে রণবীর কাপুর আর আলিয়া ভাটের। সে আর হলো কই! তাই আগেই করোনা বিয়ে পিছিয়ে নিয়ে গেল। আর লকডাউনের ভেতরেই চলে গেলেন ঋষি কাপুর। ৬৭ বছরের ঋষি কাপুরের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে নিতু কাপুরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আলিয়া ভাট, এমন দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। রণবীর কাপুরের বড় বোন, ফ্যাশন ডিজাইনার ঋদ্ধিমা কাপুর দিল্লি থেকে মুম্বাই আসতে না পারায় তাঁকে ভিডিও করে বাবার শেষ আনুষ্ঠানিকতাও দেখাচ্ছিলেন আলিয়া। এই দুঃসময়ে 'বাড়ির বউ'য়ের সব দায়িত্বই পালন করেছেন আলিয়া। দিন শেষে চলে 'হবু শ্বশুর'কে উদ্দেশ করে ইনস্টাগ্রামে লিখলেন খোলা চিঠি:

'এই চমৎকার, সুদর্শন মানুষটাকে নিয়ে আমি কী বলব! তিনি আমার জীবন অনেকটাই ভালোবাসা আর মঙ্গল কামনায় ভরে দিয়েছেন। আজ সবাই একজন কিংবদন্তি ঋষি কাপুরকে নিয়ে কথা বলছেন। আমি বলব একজন মানুষের কথা, যিনি দুই বছর ধরে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বন্ধু হয়ে, সিনেমাপ্রেমিক হয়ে, যোদ্ধা হয়ে, পথপ্রদর্শক আর বাবা হয়ে। তিনিও আমার মতোই চাইনিজ খাবার খেতে খুবই ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন টুইট করতে। দুই বছর ধরে তিনি আমাকে যত ভালোবেসেছেন, আমি উষ্ণ আলিঙ্গনের মতোই বাকি জীবন তাঁর ভালোবাসা মিস করব। বিশ্বকে ধন্যবাদ, এমন একজন মানুষকে দুবছর আমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আমার পরিবারের মতোই। আমি বাকি জীবন আপনার শূন্যস্থান অনুভব করব।'

মঙ্গলবার আইজিএম পরিদর্শন করেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েতে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের তহবিলে কেলেঙ্কারি, জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার ৯৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ চতুর্দশ অর্থ কমিশন তহবিল নিয়ে কেলেঙ্কারি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। সমগ্র করিমগঞ্জ জেলায় এই তহবিলের মঞ্জুরিকৃত অর্থে হরির লুট চলছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৬৭ নম্বর কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতেও চতুর্দশ অর্থ কমিশন তহবিলের প্রায় দেড় কোটি টাকার সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে হরির লুটের অভিযোগ তুলছেন সানীয় সচেতন জনগণ ও সামাজিক সংগঠন বরাক অর্গানাইজেশন নামের এনজিও।

তাদের অভিযোগ, সিংহভাগ কাজের নেই তথ্য ফলক। প্রতিটি কাজে মাত্র ৩০/৪০ শতাংশ কাজ করেই যাবতীয় সরকারি অর্থ হাপিস করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। যাবতীয় আর্থিক কেলেঙ্কারির পিছনে কলকাঠি নাড়িয়েছেন জিপি-র দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জু শুক্লবৈদ্য। এমনই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। তাঁরা কেউটকোণা জিপি-র চতুর্দশ অর্থ কমিশনের যাবতীয় টাকা হাপিসের অভিযোগ জেলাশাসককে স্মারকপত্র প্রদান করে উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। বরাক এনজিও-র সভাপতি মানই মিয়াঁ, সৈয়দ সেলিম ছাড়াও পাখি মিয়াঁ তাপাদার, মুজিবুর রহমান, নজমুল ইসলাম, জামিল আহমেদ, আব্দুল আহাদ, কামাল উদ্দিন, সুফিয়ান আহমদে, রহিম উদ্দিন, রাবিয়া বেগম, এশমা বেগম আয়ফুল বেগম প্রমুখ শতাধিক নাগরিকের স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকপত্রে চতুর্দশ অর্থ কমিশন তহবিল লুটের তথ্য তুলে ধরেছেন।

স্মারকপত্রে তাঁরা লিখেছেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকর অধীনস কেউটকোণা জিপি-র অর্থ বছর ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ সহ বিভিন্ন তহবিল থেকে ব্যাপক হারে টাকা তছরূপ করা হয়েছে। একাধিক প্রকল্পের নামে টাকা তোলা হয়েছে। অথচ বাস্তবে কাজ করা হয়নি। আবার কোথাও শুধু তথ্য ফলক লাগিয়েই হাপিস করা হয়েছে টাকা। বিশেষ করে বাপুজি এলপি স্কুল ও ভগিরখলা এমই স্কুলের চার দেওয়াল নির্মাণ ছাড়াও ৬০১ নম্বর মাইজডিহি এলপি স্কুলের চার দেওয়াল, কমিউনিটি হল মোকাম কালীবাড়ি, বিনয় নমঃশূদ্রের বাড়ি হয়ে রাণুগোপাল রায়ের বাড়ি থেকে রাজীব বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ও নালা নির্মাণের প্রকল্প মঞ্জুর হলেও কাজের কোনও তথ্য ফলক লাগানো হয়নি। নামমাত্র কাজ শুরু করলেও শেষ করা হয়নি। অথচ সম্পূর্ণ টাকা গায়েব ককে দেওযা হয়েছে। এ সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব বরাক এনজিও সহ সানীয়রা এই সব প্রকল্পের তদন্ত দাবি করে বিহিত ব্যবসা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।স্মারকপত্রের প্রতিলিপি ডিআরডিএ-র প্রজেক্ট ডিরেক্টর, জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিডিওকেও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভারতকে কোণঠাসা করতেই বাংলাদেশকে ঋণ সহায়তার কৌশল চিনের : জিয়াউদ্দিন আহমেদ

ঢাকা, ২৫ আগস্ট (হি.স.): ভারতকে চাপে রাখতে এবং কোণঠাসা করতেই বাংলাদেশকে ঋণ সহায়তার কৌশল নিয়েছে চিন। চিনের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ আনলেন বাংলাদেশের জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাক্তন উপদেষ্টা ও বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমেদ (বাবলু)। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, চিন আমাদের উন্নয়ন সহযোগী, কিন্তু তাদের পাতা ফাঁদে পা দেওয়া সঠিক হবে না। কারণ ভারতকে কোণঠাসা করতেই বাংলাদেশকে ঋণ সহায়তার কৌশল নিয়েছে চিন। তাঁর কথায়, ঋণ দিয়ে সাবমেরিন, যুদ্ধ বিমান-সহ একের পর এক অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম বাংলাদেশকে কেনাচ্ছে চিন। আর এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত করের টাকাতেই।

হিন্দুস্থান সমাচার-এর প্রতিনিধি কিশোর সরকারের সঙ্গে জিয়াউদ্দিন আহমেদের সাক্ষাৎকারের মুখ্য অংশ :

হিন্দুস্থান সমাচার : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে আপনার কী অভিমত ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ : ভারতের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। ভারত মিত্রবাহিনী হিসেবে সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করলে, বাংলাদেশ স্বাধীনতা নামের "লাল সূর্য" আমরা ছিনিয়ে আনতে পারতাম না। পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রণ করে রক্ত দিয়েছে ভারতীয় সেনারা। এছাড়া মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন আদায়ের জন্য ভারত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতের এই রক্তের ঋণের কথা বাঙালি জাতীর অন্তরে থাকবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ভারতের এই অবদানের কথা পৌঁছে দিতে হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার: বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী চিনের বিনিয়োগকে কেমনভাবে দেখছেন ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ: চিন বাংলাদেশের বড় উন্নয়ন সহযোগী এটা ঠিক। কিন্তু সকল প্রকল্পেই বিশ্বব্যাঙ্ক, এডিবি, আইডিবি, জাইকা, ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে দেওয়া ঋণের চেয়ে অনেক বেশি সুদ নিচ্ছে। এরপর নেপালের মতো বাংলাদেশকেও ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর আধুনিকীকরণ এবং নির্মাণের নামে দখলে নিচ্ছে। শুনেছি সিলেট বিমানবন্দর আধুনিকীকরণের নামে লিজ নিয়েছে। লালমনিরহাট বিমানবন্দর নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই দু"টি বিমানবন্দর থেকে আকাশ পথে ভারতের অসম-সহ সাত রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া খুবই সহজ। এছাড়া চট্টগ্রামের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য সমীক্ষা করেছে চিন। পায়রা সমুদ্র বন্দরেও বিনিয়োগের নামে উচ্চ সুদে ঋণ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশকে পুরাতন সাবমেরিন রেনুভেশন করে সরবরাহ করলেও কারিগরি সহায়তার নামে এর সকল নিয়ন্ত্রণ চিনের এক্সপার্টদের হাতে। বাংলাদেশের এই সাবমেরিন ঘাঁটিতে কতজন চিনের এক্সপার্ট থাকবে শুনেছি তারও কোন নির্দেশনা নেই সাবমেরিন ক্রয় চুক্তিতে। মনে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকেই যেন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ছক কষছে চিন।

তিনি আরও বলেন, আমারা উন্নয়নের পক্ষে। তবে চিন উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার নামে বাংলাদেশকে গ্রাস করতে চাইছে। বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অর্থই সব। এ সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমাদের চরিত্র হননের চেষ্টা চালাচ্ছে চিন। আমরা কী চিন থেকে অস্ত্র কিনে সেই দুর্দিনের পরম মিত্র ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবো ? জাতীয় পার্টি এই অর্থনৈতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে চিনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে।

হিন্দুস্থান সমাচার: এতো অস্ত্র কিনলেও রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষায় মায়ানমারের উপরে সামরিক চাপ বাড়াতে ব্যর্থ হল কেন বাংলাদেশ ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ: এটাই আমাদের দুঃখ। চিন মায়ানমার এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের কাছে সাবমেরিন বিক্রি করেছে। চিন একে-৪৭ রাফেল-সহ সকল সামরিক সরঞ্জাম মায়ানমারের কাছে বিক্রি করে। আবার আমাদের কাছেও বিক্রি করে। এমনকি মায়ানমারের বিভিন্ন বিদ্রোহী সংগঠনের কাছেও তারা অস্ত্র বিক্রি করে। তাই চিন অস্ত্র বিক্রির জন্য এই অঞ্চলে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে। তবে চিনের তৈরি এই ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।

হিন্দুস্থান সমাচার: ভারত যেভাবে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহল সমস্যা সমাধান করেছে, চিন সেইভাবে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারে কি না ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ: ১৯৭৪ সালে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিটমহল সমস্যা সমাধানে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই ছিটমহল সমস্যা সমাধান হয়েছে, এটা খুবই আনন্দের। এজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতীয় সংসদের সমস্ত দলকে, যারা বিলটিকে সমর্থন করেছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার: ভারতের লাদাখ সীমান্তে চিনের আগ্রাসী নীতিকে কীভাবে দেখছেন ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সকল দেশ একমত হয়েছিল সীমান্ত বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। কিন্তু সেটা না করে চিন যা করেছে তা জাতিসংঘের সীমান্ত নীতিমালার পরিপন্থী। জাতীয় পার্টি এই ধরনের আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করে না। কোনও অবস্থাতেই চিনের আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন করা উচিত নয়। আমরা আশা রাখছি, চিন আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করবে।

হিন্দুস্থান সমাচার: ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রে ধর্মরিপক্ষেতাকে বাদ দেওয়া কেমনভাবে দেখছেন ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ: মূলত জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরে জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করে দেশে ভারত বিরোধী পাকিস্তান পন্থী একটি ইসলামিক ভাবধারা প্রচার শুরু করেন। অথচ মদের লাইসেন্স জিয়াউর রহমানই দিয়েছিলেন। ইসলামেই ধর্মনিরপেক্ষতা রয়েছে। সকল ধর্মের সমান অধিকার রয়েছে। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মরহুম হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তখনকার পরিস্থিতিতে সকল ধর্মবর্ণের মানুষের মধ্যে ভ্রাতিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছিলেন। কাউকে ছোট করা বা বঞ্চিত করার জন্য নয়। নাহলে জিয়াউর রহমান ইসলাম ধর্মের নামে যাদের উস্কে ছিলেন তাদের হাতে ক্ষমতা চলে যেত। বিগত ২০০১ সালের বিএনপি সরকারের সময় যেভাবে দেশে জঙ্গিবাদ প্রসার ও বোমা হামলা হয়েছে সেভাবে হতো। সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট্রান সম্প্রদায় জঙ্গিদের হাতে নির্যাতিত হতো। কারণ মনে রাখতে হবে জঙ্গিরা কোন সম্প্রদায়ের নয়।

হিন্দুস্থান সমাচার: ইসলামিক দলগুলিকে নিয়ে বৃহত্তর জোট গঠনের কোন চিন্তাভাবনা রয়েছে ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ: জাতীয় পার্টি মর্ডারেট ইসলামিক আদর্শে বিশ্বাসী। ইসলামিক দলগুলি নিয়ে জাতীয় পার্টির একটি জোট আছে। বর্তমানে বিএনপি-জামাত বিরোধী ইসলামিক দলগুললিকে নিয়ে একটি বৃহত্তর জোট করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামাতের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সাথে জোট করলেও এর পরে আলাদাভাবে নির্বাচন করেছে জাতীয় পার্টি। তবে বর্তমানে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সংসদে বিরোধী দলের ভুমিকা পালন করছে।

হিন্দুস্থান সমাচার: চিনের জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর মুসলিমদের উপরে নির্যাতন বন্ধে জাতীয় পার্টি কী কোনও পদক্ষেপ নেবে ?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ: মুসলমান-মুসলমান ভাই ভাই বলবো, আর চিনে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন হলে চুপ থাকবো এটা হতে পারে না। আমরা জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বিশ্বের শান্তিকামী সকল মানুষকে চিনের উইঘুর মুসলিমদের উপরে নির্যাতন বন্ধে চাপ সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারকেও জাতিসংঘে উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতন বন্ধে লিখিত পত্র দেওয়ার অনুরোধ করছি।

কাছাড় পেপার মিলে হাজার কোটির কেলেঙ্কারি, সিবিআই তদন্তের দাবি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ভারীশিল্প মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

পাঁচগ্রাম (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : কেবল বাঁশ ও কয়লার যোগান দিয়ে কয়েক হাজার কোটি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বরাকের একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান পাঁচগ্রামের হিন্দুস্থান পেপার মিল থেকে। এভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে। হিন্দুান পেপার কর্পোরেশন (এইচপিসি)-এর কাছাড় কাগজ কলের উপর প্রায় তেত্রিশ হাজারের বেশি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই কাগজ কলটি। এবার পেপার মিলের বিপর্যস্ত অবস্থা নিয়ে সরব হলেন মিলের জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত অন্যতম ব্যক্তিত্ব কাটিগড়ার প্রবীণ সমাজসেবী নবেন্দুশেখর নাথ।

বরাকের একমাত্র বড়মাপের শিল্প প্রতিষ্ঠান কাছাড় পেপার মিল বিগত ২০১৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩৩ হাজার পরিবারের লোকজন দৈনন্দিন জীবনে চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। তাই বরাক উপত্যকার সামগ্রিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তান পেপার মিলের আওতাধীন পাঁচগ্রামের কাছাড় পেপার মিল পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি নবেন্দুশেখর নাথ। তিনি এ মর্মে বরাক তথা দক্ষিণ অসমের জনগণের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার কাটিগড়া মহকুমা আধিকারিক তথা সার্কল অফিসার প্রাণজিৎ দেবের কাছে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন।

স্মারকপত্রে নবেন্দুবাবু উপত্যকাবাসীর স্বার্থে পাঁচগ্রাম পেপার মিল পুনরায় চালু করার জোরালো দাবি জানানোর পাশাপাশি পেপার মিলের বর্তমান করুণ পরিণতির জন্য ব্যাপক দুর্নীতিকে দায়ী করেছেন। বিশেষ করে বাঁশ ও কয়লা যোগানের নামে কোটি কোটি টাকার ভুয়ো বিলের মাধ্যমে পেপার মিলকে ধ্বংস করা হয়েছে। তাই পেপারমিলে বাঁশ ও কয়লা যোগান সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সংগঠিত লাগামহীন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে কঠোররতর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সমাজসেবী তথা কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি নবেন্দু শেখর নাথ।

নবেন্দু নাথ স্মারকপত্রে পাঁচগ্রাম পেপার মিল স্থাপনের কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনা তুলে ধরেছেন। লিখেছেন, মিলের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিস্তর সমস্যার মোকাবিলা করেছেন উপত্যকার জনগণ। নবেন্দুবাবু বলেন, তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালে তুষ্ঞিয়াল পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য লাগাতার আন্দোলন করা হয়েছিল। এক সময় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২,২৮৭ বিঘা ১০ ছটাক জমি তাদের কবজা থেকে উদ্ধার করে পেপার মিলকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন আন্দোলনকারী জনতা। জমির মালিক তুষ্ঞিয়াল পরিবার অবশ্য ৪,৮৫,১১০ টাকা ৫২ পয়সা পেয়েছিলেন বলে স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছেন নবেন্দু শেখর। এছাড়া নবেন্দুবাবুর নেতৃত্বে বিএসএফের ৮২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট আরসি নাটারিয়ারের উপর চাপ সৃষ্টি করে পাঁচগ্রাম থেকে আরও ২৮৬ বিঘা জমি পেপার মিলের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়া পাঁচগ্রাম পেপার মিলের সূচনলগ্নে তৎকালীন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী টিআর পাই এবং পাটনায় কদমকুয়াতে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে ১৯৭৭ সালে দফায় দফায় সাক্ষাৎ করেছেন নবেন্দু শেখর নাথরা।

লাগাতার আন্দোলন ও দৌঁড়ঝাপ করার ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ পেপার মিলটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে পড়ায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নবেন্দু শেখর নাথ। এই পেপার মিলের উপর নির্ভরশীল কর্মচারীরা আজ তাঁদের পরিবারের লোকজনদের নিয়ে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। বহু সংখ্যক কর্মচারীর ইতিমধ্যে অনাহার অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় করুণ মৃত্যু ঘটেছে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বরাক উপত্যকার সর্বশ্রেণির মানুষের কল্যাণার্থে পুনরায় পাঁচগ্রাম পেপার মিল চালু করার জরালো দাবিতে ফের বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি নবেন্দু।

তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, গণআন্দোলন ছাড়া মৃতপ্রায় পাঁচগ্রাম পেপার মিলকে উজ্জীবিত করা সম্ভবপর নয়। এছাড়া বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক নেতারা রহস্যজনক কারণে গুরুত্বপূর্ণ পেপার মিল নিয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছেন। তাই তিনি নেতাদের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন।

শিলচর ও লক্ষ্মীপুর মহাকুমার জন্য বরাদ্দ পিএমজিকেএওয়াই এবং খাদ্য সুরক্ষার চাল

শিলচর (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : শিলচরের ৩৩টি এবং লক্ষ্মীপুরের সাতটি সমবায় সমিতিতে বিতরণের জন্য শিলচর মহাকুমায় সেপ্টেম্বর মাসের খাদ্য সুরক্ষার চাল ৬১৭৫৯.৬৫ কুইন্টাল এবং লক্ষ্মীপুর মহকুমার জন্য ১৩১৪৭.৬৫ কুইন্টাল চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার শিলচরের জন্য ১০৬১৫.৮৫ এবং লক্ষ্মীপুরের জন্য ২৩৬৮.১০ কুইন্টাল ও শিলচরের জন্য পিএইচএইচ-এর চাল ৫১১৪৩.৮০ এবং লক্ষ্মীপুরের জন্য ১০৭৭৯.৫৫ কুইন্টাল সমেত ৭৪৯০৭. ৩০ কুইন্টাল চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

শিলচরের খাদ্য ও সামরিক সরবরাহ বিভাগের এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে সেপ্টেম্বর মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার চাল শিলচর মহকুমার জন্য মোট ৫৭৪১১.২৫ এবং লক্ষ্মীপুর মহকুমার জন্য ১২২৬৫.০০ কুইন্টাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার শিলচরের জন্য চাল রয়েছে ৬২৬৭.৪৫ এবং লক্ষ্মীপুরের জন্য ১৪৮৬.০৫, পিএইচএইচ-এর চাল শিলচরের জন্য ৫১৪৩.৮০ এবং লক্ষ্মীপুরের জন্য ১০৭৭৯.৫৫ কুইন্টাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন আন্নামালাই কুপ্পুস্বামী, দেখা করলেন নাড্ডার সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আন্নামালাই কুপ্পুস্বামী। মঙ্গলবার দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সদর দফতরে গিয়ে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পি মুরলীধর রাও এবং তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি এল মুরুগানের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আন্নামালাই কুপ্পুস্বামী। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন প্রাক্তন এই আইপিএস অফিসার। উত্তরীয় পরিয়ে কুপ্পুস্বামীকে গেরুয়া পরিবারের স্বাগত জানান নাড্ডা। তামিলনাড়ুর বাসিন্দা কুপ্পুস্বামী প্রায় ১০ বছর কর্ণাটকে কাটিয়েছেন। ২০১৯ সালে পুলিশ সার্ভিস থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। পুলিশ সার্ভিস ছাড়াও, প্রায় এক বছর পর ফেসবুকে তিনি জানিয়েছিলেন, তামিলনাড়ু রাজনীতিতে যোগ দেবেন এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ওদালগুড়িতে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার বহু আগ্নেয়াস্ত্র

ওদালগুড়ি (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর ওদালগুড়ি জেলায় আরও বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। এবারও বিগত দিনের মতো জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে ওই সব আগ্নেয়াস্ত্র।

ওদালগুড়ি জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রের খবর, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে স্থানীয় নালাপাড়া রবার বাগানের নির্দিষ্ট জায়গায় মাটি খুঁড়ে ওই সকল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্রগুলির মধ্যে একটি একে সিরিজের রাইফেল, চারটি পিস্তল, দুটি ওয়াকিটকি সেট এবং বহু সংখ্যায় গোলাবারুদ উদ্ধার করছে পুলিশের অভিযানকারী দল।

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাসে, বিশেষ করে গত ২৭ জানুয়ারি এনডিএফবির বিভাজিত গোষ্ঠীর সঙ্গে বড়ো শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর বিটিএডি-র কোকরাঝাড়, চিরাং, বাকসা এবং ওদালগুড়ির বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বিশাল সংখ্যার আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ও গোলাবারুদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ ও সেনা বাহিনী। এই সময়কালে ৪২টি একে সিরিজের রাইফেল, তিনটি এইচকে রাইফেল, দুটি এসএলআর, চারটি আইএনএসএএস রাইফেল, দুটি এলএমজি/এমএমজি, ২৫টি পিস্তল/রিভলভার, ৩,৫০৬ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, ১০৮টি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি রকেট লঞ্চার, ছয়টি মোর্টার সেলস একটি ওয়ারলেস সেট, ২০২টি ডিটেনেটর এবং ২০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে পুলিশ ও সেনা।

প্রয়াত বিশিষ্ট অসমিয়া গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক মন্মথ বৈশ্য, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : বিশিষ্ট অসমিয়া গীতিকার, সুরকার তথা সংগীত পরিচালক মন্মথ বৈশ্যের জীবনাসবাসন ঘটেছে। সোমবার রাত ১১.৩০ মিনিটে স্থানীয় বেসরকারি হেল সিটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন 'ও ফুলেশ্বরি বুকুরে লগরি...', 'বেলি গল গধূলি হল...', 'মধুর মুরতি...', 'নামামী ব্রহ্মপুত্র...' ইত্যাদি বহু জনপ্রিয় গানে অসমিয়া সংগীত জগতকে সমৃদ্ধকারী মন্মথ বৈশ্য।

বিশিষ্ট গীতিকার মন্মথ বৈশ্য গত ১৫ আগস্ট থেকে গুয়াহাটির হেল সিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শতাধিক গান এবং ঋণমুক্তি ইত্যাদির মতো উপন্যাস রচনা করে অসমের সাহিত্য জগতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর মৃত্যু অসমের সংগীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে অভিহিত করেছেন শোকগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি অসম সাহিত্য সভা সহ সংস্কৃতিক জগতের বিভিন্নজন প্রয়াত গীতিকার বৈশ্যের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

মহারাষ্ট্রের বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোকজ্ঞাপন

নয়াদিল্লী, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের মাহাদে বাড়ি ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় শোক ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, " মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের মাহাদে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় আমি শোকাহত। যারা এই দুর্ঘটনায় তাদের নিকটজনদের হারিয়েছেন, তাদের সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দুর্ঘটনাস্থলে রয়েছে। তাঁরা সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন"।

মঙ্গলবার অটো রিক্সা মজদুর সংঘের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মমতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হবে, হবু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সামনে শর্ত

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিস্তর টানাপোড়েনের শেষে দলের ব্যাটন তুলে দেওয়া হয়েছে সোনিয়া গান্ধির হাতেই। আর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঘিরে এই রদবদলের সঙ্কট কেটে যেতেই এবার গুরুত্ব পেতে চলেছে দেশের নানা রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক বদলের কর্মসূচী। তার মধ্যে রয়েছে বাংলাও।

শোনা যাচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে দ্বিতীয়বারের জন্য ফেরানো হতে পারে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে। তবে শর্তও থাকবে সেই নিয়োগের পিছনে। বামেদের সঙ্গে জোটে গেলেও কিছুটা হলেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। কারন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে গেলে তৃণমূলকে পাশে চান সোনিয়া। সেই লক্ষ্যেই নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদের নিযোগ হবে। লড়াইতে অবশ্য রয়েছেন প্রদীপ ভট্টাচার্যও।

সোমেন মিত্রের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ শূণ্য হয়েছিল। সেই শূণ্যস্থান কাকে দিয়ে পূরণ হবে তা নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষমহলে একটা টানাপোড়েন চলছিলই। দাবিদার ছিলেন বেশ কয়েকজনই। কিন্তু এক্ষেত্রে নানা সমীকরণ হিসাব করেই নিয়োগের পথে এগোতে চাইছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে দুই কূল বাঁচিয়ে চলছে চাইছে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁরা চাইছেন রাজ্যে বামেদের সঙ্গে জোট বজায় থাকলেও মমতা বা তৃণমূলের সঙ্গে বিরোধ তুঙ্গে না নিয়ে যেতে।

বস্তুত বামেদের ধরে রেখে মমতার সঙ্গে সুসম্পর্ক চান হাইকম্যান্ড। কারণ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইতে ও ইউপিএ'র পুনর্গঠনের মম তার সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এখন হাইকমান্ড চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এমন কারোর হাতে যাক যিনি বামেদের সঙ্গে জোট সুগম করার পাশাপাশি মমতা ও তৃণমূলের সঙ্গে কিছুটা হলেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারবেন। তাই হাইকমান্ডের প্রথম পছন্দ প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা কোনওদিনই তথাকথিত ভাবে মার্কামারা মমতা বিরোধী নন। আবার বামেদের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু রাজ্যে অনেকেই প্রদীপবাবুকে নিয়ে আপত্তি আছে।

সেক্ষেত্রে হাইকমান্ডের দ্বিতীয় পছন্দ অধীর চৌধুরী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মমতার বা তৃণমূলের সম্পর্ক কার্যত অহিনকুল স্তরের। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সমঝোতা-প্রার্থী হিসাবে কেল্লা ফতে করতে পারেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের এই পদে আর এক দাবিদার আব্দুল মান্নান?

হাইলাকান্দিতে

তিনের পাতার পর

কাছে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া না হলে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন এসএফআইয়ের ইসলামুল হুসেন লস্কর।

করোনা পজিটিভ

তিনের পাতার পর

হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। এছাড়া রাজ্যে আরও কয়েকজন জনপ্রতিনিধি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা দিশপুরের বিজেপি বিধায়ক অতুল বরা, পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বরক্ষেত্রীর বিধায়ক নারায়ণ ডেকা, শদিয়ার বিধায়ক বলীন চেতিয়া কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯২,৭০০ অতিক্রম করেছে। আজ রাতের মধ্যে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

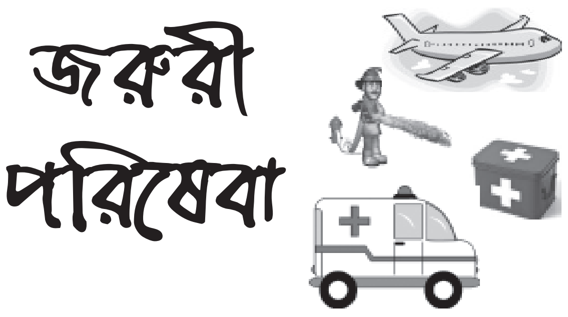

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমফানের ত্রাণ দেওয়া সাত দিনের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫আগস্ট(হি. স.): আগামী সাত দিনের মধ্যে আমফানের ত্রাণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে প্রশাসনিক বৈঠকে এমনটাই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে আগামী তিন দিনের মধ্যে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ শেষ করার কথা বললেও পরে সেই সময় বাড়িয়ে সাতদিন করেন তিনি।

আমফানের ত্রাণ দেওয়া নিয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ত্রাণ দেওয়া নিয়ে শাসক দল স্বজন পোষণ করেছেন এমন অভিযোগও রয়েছে। এরপরেই পুনরায় কারা ক্ষতিগ্রস্ত অথচ ত্রাণ পাননি এমন ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কাজ কতটা বাকি তা খতিয়ে দেখে এদিন বকেয়া কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি।

মঙ্গলবার দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া পুরুলিয়া বীরভূমের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা জানান, ' আমফানের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ তিন চার দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।' এরপরেই মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা বলেন, ক্ষতিপূরণের তালিকা তৈরি করার কাজ আরও ১-২ শতাংশ বাকি আছে। তখনই মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় সীমা বাড়িয়ে সাতদিন করেন। তবে শুধু আমফান ত্রাণ নয়।রাজ্যের সব বকেয়া প্রকল্পই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

গঙ্গাজলঘাটিতে ফের হাতির হানা, ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচা বাড়ি ও দোকানের মালপত্র

বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির গ্রামে ফের হাতির হানায় কয়েকটি কাঁচাবাড়ি ও দোকানের ব্যাপক ক্ষতি হল। মঙ্গলবার সকালে গঙ্গাজলঘাটির বাকাদহ ও জামগাড়ি গ্রামে দুটি দলছুট দাঁতাল ঢুকে পড়ে এবং তাণ্ডব চালায়। হাতির তাণ্ডবে এই দুটি গ্রামের দশটির ও বেশি কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে , কয়েকটি দোকানের সাটার ভেঙে হাতি দুটি মালপত্র নষ্ট করে দেয়।

স্থানীয়দের আভিযোগ দলছুট হাতি দুটি বেশ কয়েকটি মাটির বাড়ি ভেঙ্গে দেয়, কয়েকটি দোকানের সাটার ভেঙ্গে জিনিষ পত্র তছনছ করে পালায়।এছাড়াও গ্রামের মধ্যে থাকা বেশ কিছু কলা গাছ গুলি নষ্ট করে তারা স্থানীয় রেঞ্জ অফিসে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে বনদফতরের আধিকারিকরা পৌঁছন এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নথিভুক্ত করেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের বনদফতর ক্ষতিপূরণ দেবে বলেও দফতর সূত্রে খবর। বাঁকুড়া জেলায় মোট তিনটি বন বিভাগ রয়েছে। পাঞ্চেত বন বিভাগ, বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগ এবং বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগ। মূলত জেলায় থাকা প্রায় ৮০ টি হাতির অধিকাংশ বর্তমানে উত্তর বন বিভাগের রয়েছে বলে জানা গেছে। মাঝেমধ্যে ছোট ছোট দলে এই হাতি গুলি লোকালয়ে চলে আসছে খাবারের খোঁজে। ফলে সমস্যায় পড়ছেন বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, সোনামুখী, বেলিয়াতোড় এবং গঙ্গাজলঘাটি এলাকার বাসিন্দারা। হাতির আক্রমণ ঠেকাতে তারা সুষ্ঠু ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

দাবি সুব্রতের

তিনের পাতার পর

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগীরা চিকিৎসার জন্য কাতরাচ্ছেন। এমতাবস্থায় করিমগঞ্জ জেলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার চিকিৎসা পরিষেবা উন্নতমানের করে তোলা সময়ের দাবি। এমন পরিস্থিতিতে লকডাউন করোনা প্রতিরোধের সমাধান হতে পারে না বলে উল্লেখ করেন জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারন সম্পাদক সুব্রত দেব।

পজিটিভ শনাক্ত

তিনের পাতার পর

যার মধ্যে ১৬ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা। এই সময়ের মধ্যে ডিসচার্জ করা হয়েছে ১৪ জনকে। এর মধ্যে ১২ জন পুরুষ এবং ২ মহিলা। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ১৬ জন রোগী রয়েছেন। বর্তমানে কোনও রোগী ভেন্টিলেশন সাপোর্টে নেই বলে জানানো হয়েছে। তবে ১৪ জন রোগী আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা।

কাছাড় জেলায় আজ মঙ্গলবার এখন পর্যন্ত মোট ১৬৩ জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, আজ মোট ১,০২৮ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়েছে। গত কয়েকদিন থেকে বেশ কিছু টেকনিশিয়ান পজিটিভ হওয়ার জন্য রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের গতি আগের চেয়ে তুলনামূলক কিছুটা কমেছে। তবে শীঘ্রই পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে।

হাজারের গণ্ডি

তিনের পাতার পর

রাজনৈতিক নেতারাও। দেশে মারণ ভাইরাস যত বেলাগাম হয়ে উঠেছে ততই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। শুধু তাই নয়, করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে যাতে সংবাদমাধ্যমের অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে না হয়, তার জন্য অনলাইন সাংবাদিক সম্মেলনও বাতিল করে দিয়েছেন। এদিন স্বাস্থ্য দফতর থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে ১৪ হাজার ১৫৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার ১৯১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় ২ হাজার ৫৪৫ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। দেশে মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬২৮ জনে।

রাষ্ট্রসত্তা ও জনস্বার্থ

দুইয়ের পাতার পর

তেলের দামে ক্রমহ্রাস চলতে থাকলেও ভারত এর কোন সুফলের দেখা নেই। বর্তমানে লকডাউনের জেরে জনপ্রতি গাড়িভাড়া সত্তর থেকে আশি টাকার বদলে দিতে হচ্ছে তিনশ থেকে চারশ বা কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচশ টাকা, তো, এর পরেও তো বলতে হচ্ছে এদেশে গণতন্ত্রের শাসন, রাষ্ট্রহিত বা জনকল্যানের সাসন চলছে।

দেশটা গণতন্ত্রে। অথচ দেশের রেল ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিমান পরিবহণ থেকে শুরু করে জনজীবনের সরাসরি সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে এমন সব কিছুই বেসরকারী মালিকানার কুক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রশাসনিক স্তরেও রীতিমত সাইক্লোন বা ভূমিকম্প চলছে। যেমন, কালো টাকা উদ্ধারের নামে নোট বদলের ফলে ও যতদূর জানা যায়, কালো টাকার মালিকরাই মুনাফা লুটেছেন আর বিপন্ন হয়ে ছিলেন সাধারণ মানুষেরা। বর্তমানে লকডাউনের ফলে পরিযায়ী শ্রমিকরা, অধিকাংশই "কেয়ার অব্ যমরাজ" এক ঠিকানায় ওয়েটিং লিস্টে র রয়েছেন। তাছাড়া, যাদের স্বল্প আয়, কাজ পেলে খাবার মিলে নয় তো নয়—তাদের বেলায় কেন্দ্রবা রাজ্য যে কোন সরকারই ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে রয়েছেন। অথচ পৃথিবীর ধনীতম দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে এনে চমক লাগানো ক্রিকেট স্ট্যেডিয়াম উদ্বোধন, আমেদাবাদ স্ট্যাচু নির্মাণ, জনজীবনের সঙ্গে কাল্পনিক রামজন্মভূমির যেখানে কোনই যোগসূত্র নেই সেখানে ঢাকা উদ্যোগ গ্রহণ এসব অনুৎপাদক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যে "উদ্যোগহীত" এর ব্যবস্থা খুবই সুলভ।

তাই বলিছলুম, গণতন্ত্রে যে জনগণের দোহাই পাড়া হয়ে থাকে, সেই গণরাই যদি শোষিত, বঞ্চিত, নিস্পেষিত হতে থাকলে আর প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়েও যদি বেসরকারি মালিকানার গহ্বরে জনসাদারণকেই ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হতে হয়, তাহলে আর রাষ্ট্রে জিমনায় দেশটার পার্লামেন্ট, কেবিনেট ইত্যাদির ঠাট বজায় রাখাটাই কি রাষ্ট্রতন্ত্র?

রোগীকে সাহায্যে করে প্রাণে বাঁচলেন শহরের চিকিৎসক

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি স): চিকিৎসকে এমনিতেই ভগবানের আরেক রূপ বলে মনে করেন রোগীরা। আর এবার তা প্রমাণ হল। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে প্রসূতিকে শহরের হাসপাতালে ভর্তি করে প্রাণ ফেরালেন কলকাতার এক চিকিৎসক।

জানা যাচ্ছে, কলকাতার ওই চিকিৎসক গত ১৯ আগস্ট উস্তির সংগ্রামপুর থেকে একটি ফোন পান। জানতে পারেন, শ্যামলী প্রামাণিক নামে এক প্রসূতির তীব্র প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। বাচ্চাও নড়ছে না। আর এরপরই ওই রোগীকে নিতে গাড়ি নিয়ে চলে যান তিনি। সেখান থেকে রোগীকে নিয়ে বেহালার এখটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসেন। সিজার করেন। এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন শ্যামলী। কিন্তু জন্মের অব্যবহিত পরেই প্রব্যল শ্বাসকষ্ট শুরু হয় শিশুর। শুরু হয় লড়াই। ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে শিশুটির। এর পরেই ওই চিকিৎসক শিশুকে নিয়ে আসেন ফুলবাগানে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে। এরপর ২২ আগস্ট শ্যামলীকে বি সি রায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাচ্চার মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে সুস্থ আছেন মা ও শিশু। তবে এখনও তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন।চিকিৎসকের ভগবান সুলভ ব্যবহারে ওই রোগীর পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

বিমার বদলে নগদ দাবি,বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছেলে নার্সিংহোমে হেনস্থার শিকার

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : করোনা রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনওরকম টালবাহানা করা যাবে না বলে আগেই বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে নির্দেশিকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে তা সত্ত্বেও করোনা আক্রান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছেনই।

এবার অভিযোগের আঙুল উঠল শরৎ বোস রোডের পদ্মপুকুর এলাকার এক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, স্বাস্থ্যবিমা দিতে প্রথমে রাজি হলেও পরে অস্বীকার করে কর্তৃপক্ষ। নগদে বিল না মেটালে রোগীকে ছাড়া হবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। যদিও পরে রোগীকে ছাড়া হয়। তবে বিমা নিতে রাজি হয়নি ওই নার্সিংহোম।

প্রয়াত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছোট ছেলে রমেন বসুর বর্তমানে হুগলির কোন্নগরে একটি হোমে থাকেন তিনি। দিনকয়েক ধরে জ্বর, সর্দি, কাশির মতো নানা উপসর্গ ধরা পড়ে তাঁর। ১১ আগস্ট তাঁকে পার্ক সার্কাসের এক হাসপাতালে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকদের করোনা সংক্রমণের সন্দেহ হয়। তাই করোনা টেস্ট করানো হয় তাঁর। ১৪ আগস্ট পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসে। তাতেই করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

পরিবারের দাবি, হাসপাতালে ভরতির সময় এক লক্ষ টাকা নার্সিংহোমের তরফে চাওয়া হয়। তবে অসুস্থের পরিজনেরা জানান, রমেনবাবু ডিসিপিএলে কর্মরত ছিল। তাই তাঁর স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে। সেই সময় বেসরকারি হাসপাতালের তরফে জানানো হয় স্বাস্থ্যবিমা নেওয়া হবে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

লোকজনেরা। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসক সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করলে গর্ভস্থ সন্তানের কোনওভাবেই মৃত্যু হতো না। প্রসঙ্গত, আইজিএম হাসপাতালে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

পুত্রের হাতে পিতা খুন, চাঞ্চল্য বড়জোড়ায়

বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : পুত্রের হাতে পিতা খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার পখন্নাগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুরকুন্ডা গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে নারান বাদ্য কার (৫২) এর সাথে পুত্র দেবাশীষের ঝগড়া হয় ।সেই সময় কোন কারনে নারান বাদ্যকার মেঝেতে পড়ে যায় মেঝেতে পড়ে গিয়ে তার মাথায় চোট লাগে।তারপরে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয় ।সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান পিতা পুত্রের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হতো ।এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

লা মার্টিনিয়ারের নতুন শাখা এবার বেহালায়

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি স): এবার শাখা খুলছে লা মার্টিনিয়ার। ১৮৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম শাখা খুলছে লা মার্টিনিয়ার স্কুল। এবার লা মার্টিনিয়ার নতুন শাখা হচ্ছে বেহালায়।

যদিও করোনা কবলিত পরিস্থিতিতে বর্তমানে বন্ধ রাজ্যের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে, এরই মাঝে নয়া সিদ্ধান্ত নিল লা মার্টিনিয়ার স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ১৮৮ বছরে ইতিহাসে প্রথম শাখা খুলছে এই স্কুল। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে ক্লাস। যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে এই শাখা স্কুলে পুরনো স্কুলের পড়ুয়ারা বদলি হতে পারবেন। জানা যাচ্ছে, লা মার্টিনিয়ার বেহালার নতুন শাখা স্কুলের নাম রাখা হবে " লা মার্টিনিয়ার অক্সফোর্ড মিশন"।

পশ্চিম

● প্রথম পাতার পর

পচিম ত্রিপুরার বিদায়ী ও নবাগত জেলা শাসককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন পশ্চিম জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব। পুস্কস্তবক, স্মারক ও একটি ছবি তুলে দেন তিনি। পরে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে নতুন জেলা শাসক ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব বলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প গুলির সুবিধা যাতে সাধারন মানুষের কাছে সঠিক ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তাঁর দিকে বিশেষ নজর দেবেন তিনি। একই সঙ্গে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষকে বেশী প্রধান্য দেওয়া হবে। মানুষের বিশ্বাসের মাধ্যমে কাজ গুলি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার বিষয়ে জানান ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব।

নির্দেশিকা

● প্রথম পাতার পর

অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক যার যার রাজ্যে/জেলায় স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নির্দেশিকা বলবৎ করার ব্যবস্থা করবেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোভিড-১৯ নোডাল অফিসার-এর সাথে পরামর্শ করেই যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে এবং যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেরা মোবাইল অ্যাপ এওয়ার্ডের উদ্দেশ্য হল, আমাদের রাজ্যকে আরও গতিশীল করতে যুবকদের ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে আরও বেশি যুক্ত হতে উৎসাহিত করা। সেরা সমবায় সমিতি পুরস্কারের উদ্দেশ্য, সমবায় সমিতিগুলিকে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করা।

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ আগষ্ট।। ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যাক্তিকে। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জে। সংবাদসূত্রে জানা গিয়েছে ১৮ আগষ্ট বিকালে বংশীবাড়ি এলাকায় ৭ বছরের এক নাবালিকাকে প্রতিবেশী যুবক অজিত দেববর্মা ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ওই যুবক শিশুটিকে নানা ভয়ভীতির প্রদর্শন করেছিল। প্রথমে ওই নাবালিকা বিষয়টি কিছু জানায়নি। পরে মেয়ের গোপনঅঙ্গে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় তার বাবার কাছে ঘটনাটি জানায়। মেয়ের বাবা বিষয়টি প্রতিবেশিদের সাথে আলোচনা করে অভিযুক্ত অজিত দেববর্মাকে আটক করে। তারপর বিশ্রামগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর ২০/২০। মামলা হয়েছে আইপিসি'র ৪৪৮,৩৭৬,২(এস)৫০৬ ধারায়। পুলিশ অভিযুক্ত অজিত দেববর্মাকে গ্রেফতার করেছে। কাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

শ্রমিকরা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনা চাউর হতেই স্থানীয় রেগা শ্রমিকরা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন।দাবি করেন একদিকে মরণব্যাধি করোনা ভাইরাস আরেকদিকে লকডাউনে,নেই কাজ কর্ম।এমতাবস্থায় শ্রমিকদের রেগার কাজ না দিয়ে সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূতভাবে জেসিবি দিয়ে কাজ করিয়ে লাথি দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের পেটে। রেগার শ্রমিকরা জানান দেশে যখন থেকে রেগার কাজ শুরু হয়েছে সেই সময় থেকে উনারা কাজ করে আসছেন আজ অব্দি উনারা দেখেননি জেসিবি মেশিন দিয়ে রেগার কাজ করতে।পরবর্তী সময় শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে জেসিবি বন্ধ করে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন প্রধান,উপপ্রধান, জি আর এস এবং পঞ্চায়েত সচিব হিরণময় নাথ। ঘটনাস্থলে এসে পঞ্চায়েত সচিব রেগা শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেন যে, আগামী ১৩ আগষ্ট এই প্রজেক্টে শ্রমিকরা কাজ করতে পারবেন। উনার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে স্থানীয় রেগা শ্রমিকরা উনাদের প্রতিবাদ প্রত্যাহার করেন। তারপর কদমতলা ব্লকের বিডিও কমল দেববর্মা ও চেয়ারম্যান সুব্রত দেবের হস্তক্ষেপে ১৩ আগস্ট থেকে ওই ল্যান্ড লেভেলিং এ পুনরায় শ্রমিকরা কাজ শুরু করেন। আজ ছিল কাজের শেষ দিন। আজ কাজ চলাকালীন সময় কাজ পরিদর্শনে সরজমিন ছুটে যান চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। সাথে ছিলেন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব,প্রধান ও উপপ্রধান।কথা বলেন রেগা শ্রমিকদের সাথে।

এদিকে কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব জানান, সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের যে বিতর্কিত ল্যান্ড লেবেলিং প্রজেক্ট ছিল সেখানে রেগা শ্রমিকরা ১৩ আগষ্ট থেকে কাজ করে আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট ২৫৫ শ্রম দিবস ব্যয় করেন।তবে পঞ্চায়েত প্রধান সাথি নাথ ও পঞ্চায়েত সচিব হিরণময় নাথের বক্তব্যে কিছুটা তালমিলহীন বক্তব্য ফুটে উঠেছে।পাশাপাশি রেগা শ্রমিকরা জানান, মহাবীর নাথের ল্যান্ড লেবেলিং এর প্রজেক্টে উনারা প্রথমে ৫ দিন কাজ করেছিলেন তারপর লকডাউন জনিত কারণে দুই তিন মাস কাজ বন্ধ থাকে। পরবর্তী সময়ে জেসিবি দিয়ে কাজ শুরু হওয়ার পর শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানানোর পর স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এসে জেসিবি দিয়ে চলাকালীন কাজ বন্ধ করে দেন। তারপর পুনরায় ১৩ আগস্ট থেকে কাজ শুরু হয়। সাতদিন কাজ করে আজ কাজ শেষ করেন রেগা শ্রমিকরা। তবে চেয়ারম্যান সুব্রত দেব ও ভিডিও কমল দেববর্মার হস্তক্ষেপে পুনরায় রেগার কাজ পেয়ে সানীয় শ্রমিকরা বেজায় খুশি। তবে শ্রমিকদের একটাই দাবি, আগামি দিনে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যেন গরিব শ্রমিকদের রেগার কাজ অবৈধভাবে জেসিবি দিয়ে না করান।

মৃত্যু চার

● প্রথম পাতার পর

রহস্য উদঘাটনের জন্য স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন।উল্লেখ্য গত কয়েকদিন আগেও মর্ডান সাইক্রিয়াটিক হাসপাতাল থেকে দর্শন চিকিৎসাধীন রোগী পালিয়ে গিয়েছিল।

আমতলী থানাধীন কাঁঠালতলি হঠাৎ কলোনি এলাকায় যুবকের আত্মহত্যা। জানা গেছে যুবকটি নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। একটা সময় নেশার জেরে উৎপাত শুরু করে। কিন্তু নেশা করতে না পারায় আত্মহত্যা করে যুবকটি। বাড়ির পাশে রাবার বাগানে আত্মহত্যা করে মৃতযুবক সনিস্ট ঋষি দাস। পেশায় রিক্সা চালক ছিল। তার বয়স ২৫ বছর। জানা গেছে মৃত যুবক বিবাহিত। তার স্ত্রী এক মেয়ে আছে। মৃতের পিতা জানান নেশা গ্রস্থ হয়ে পড়েছিল ছেলে। বহুবার তাকে এই নেশার কবল থেকে বের করে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন ভাবেই বের করা যায়নি। পরিবারে কোন ঝামেলা ছিল না। সোমবার রাতে সকলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছিল। অবশেষে মঙ্গলবার বাড়ির পাশের রাবার বাগান থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ।

বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হলো অন্ন ত্রিপুরা নামে এক যুবকের। ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ হরিপুরের গুরাবাড়ি সুইচ গেইট এলাকায় মৃত যুবকের বয়স ১৭ বছর। বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমারের কাছাকাছি এসে পাখি শিকার করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে বলে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। সেখান থেকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট যুবককে উদ্ধার করে ঋষ্যমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে। পরবর্তী সময় মৃতদেহ বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ময়না তদন্তের জন্য। এলাকার যুবকরা জানায় ওই এলাকায় গত তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগম অফিসে জানানো হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে মৃত যুবক বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমারের উপর উঠার চেষ্টা করেছিল। তখনই এই বিপত্তি ঘটে।

করবে

● প্রথম পাতার পর

কৃষক, কৃষকের দল, কো-অপারেটিভ, পঞ্চায়েত, ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশান ওয়াটার ইউজার অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সৃষ্ট ৫০০ কিলোওয়াট থেকে ২০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিকেন্দ্রীকৃত সোলার প্ল্যান্ট থেকে টিএসইসিএল দ্বারা বিদ্যুৎ কেনার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের চালু করা পিএম কুসুম প্রকল্পের কম্পোনেন্ট 'এ'র আওতায় স্থাপিত গ্রামীণ গ্রিড সাব-স্টেশনের কাছাকাছি স্থাপিত সোলার প্ল্যান্টের কাছে এই আদেশনামা কার্যকর হবে। ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন ২৫ বছরের জন্য মাশুল কেডব্লিউএইচ ৩.৩১ টাকা হিসাবে চূড়ান্ত করেছে। এই পদক্ষেপ ত্রিপুরার কৃষকদের আয় বাড়াতে এবং বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করবে।তা ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এটি একটি নতুন পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে বলে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন দাবি করেছে।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে।পরবর্তীকালে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি।

প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এর পেছনে নাশকতামূলক কোন কাজকর্ম জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। মোহরছড়া বাজারে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীসহ এলাকার জনগণের থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

পরিষদে

● প্রথম পাতার পর

এসে ধর্না দেয়। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন।

অঙ্গন

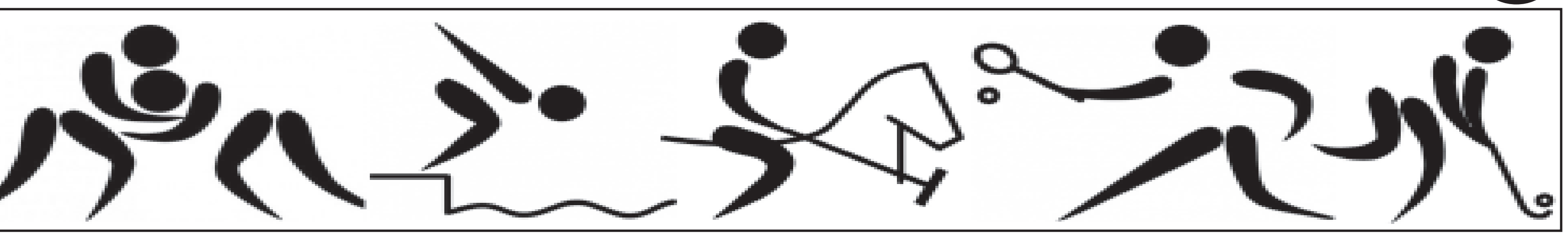

এমবাপ্পের সামনে নেইমাররা সবাই বাচ্চা

মাঝমাঠ থেকে ৭০ গজি এক ভোঁ দৌড়ে তিন-চারজনকে ছিটকে ফেলে বক্সে ঢুকে পড়লেন তিনি। তাঁকে আটকাতে না পেরে শেষমশ পেছন থেকে ট্যাকল করে বসলেন মার্কোসে রোহো। পেনাল্টি!

২০১৮ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কিলিয়ান এমবাপ্পের সেই দৌড় কে ভুলতে পারে! যেন এক দৌড়ে বিশ্বমঞ্চে নিজের আগমণধনী শুনিয়েছিলেন সে দিনের অষ্টাদশী ফরাসি স্ট্রাইকার। সে কী গতি তাঁর!

তা তাঁর গতি আসলে কেমন? পিএসজিতে ফরাসি স্ট্রাইকারের সতীর্থ স্প্যানিশ মিডফিল্ডার অ্যান্ডার হেরেরা বলছেন, অনুশীলনে এমবাপ্পেকে দেখে মনে হয়, তিনি উসাইন বোল্ট, আর তাঁর তুলনায় বাকিরা ১২ বছরের বাচ্চা! এমবাপ্পের পাশাপাশি পিএসজির আরেক মহাতারকা নেইমার ক্লাবে কতটা খুশি তা-ও শোনা গেল হেরেরার কণ্ঠে।

''মাঝে মাঝে অনুশীলনে ওকে দেখে মনে হয় ও বাচ্চাদের সঙ্গে অনুশীলন করছে। যেভাবে দৌড়ায় ও, যেভাবে ডিফেন্ডারদের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়, খুব সহজেই যে কাউকে পেছনে ফেলতে পারে ও। দেখে মনে হয় আমরা ১২ বছরের বাচ্চা আর ও উসাইন বোল্ট'' — ইএসপিএনে বলছিলেন হেরেরা।

এ তো গেল গতি, এমবাপ্পের ফিনিশিংও তো মুগ্ধতা জাগানিয়া। যেন ঠান্ডা মস্তিষ্কের কোনো শিকারি! হেরেরাও মুগ্ধ, ''গোলকিপারের সামনে যখন চলে যায় ও, হঠাৎ থেমে ঠান্ডা মাথায় গোল করার দারুণ দক্ষতা আছে ওর। গতির সঙ্গে শারীরিক শক্তির দারুণ সমন্বয় করতে জানে ও, গোলের সামনে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে।''

এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জেতা হয়ে গেছে। সময়ের সেরাদের সারিতে নাম লেখানোও সারা। মেসি-রোনালদোর উত্তরসূরির মুকুটটাও এমবাপ্পের মাথায়ই দেখেন সবাই। হেরেরাও করলেন ভবিষ্যদ্বাণী, ''২০২৫ সালের মধ্যেই ও ব্যালন ডি''অর জিততে পারে।''

বর্ষসেরা ফুটবলারের মুকুটটা জেতার স্বপ্ন নিয়ে তো ২০১৭ সালের আগস্টে দলবদলের বিশ্বরেকর্ড গড়ে পিএসজিতে এসেছিলেন নেইমারও। কিন্তু চোট ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের সেই স্বপ্নে বাধা হয়ে এসেছে বারবার। পিএসজি ছেড়ে তাঁর বার্সায় ফেরার গুঞ্জনও বাজার পায়। গুঞ্জন শোনা যায় ক্লাবের বোর্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতির।

কিন্তু হেরেরা বলছেন, সংবাদমাধ্যম ভুল লেখে। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের কথা, ''সংবাদমাধ্যম ওকে নিয়ে যেভাবে বলে সেটা অনেক সময়ই ইতিবাচক নয়। ওরা যেন সব সময় ওকে মেরে ফেলার উপায় খোঁজে।''

তাহলে নেইমার আসলে কেমন? হেরেরার উচ্চকিত প্রশংসা, ''কিন্তু এমন একজনকে দেখি যে প্রতিদিনই খুশি, দলকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। ওর বাড়িতে ডিনারের আয়োজন করে যাতে আমরা দল হিসেবে এক হয়ে থাকি। আমাদের যত বেশি সম্ভব শিরোপা জেতাতে চায়। ও-ই আমাকে বলেছে ও এই ক্লাবে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি খুশি। অথচ পত্রিকায় যখন পড়ি, মনে হয় অন্য কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে পড়ছি!''

নিয়মের ডান্ডাবেড়ি পরে ফিরছে জার্মান ফুটবল

দুই মাসেরও বেশি সময় ফুটবল না দেখতে পাওয়া তৃষিত চোখের অপেক্ষা বুঝি ফুরোল। আর এক দিনের অপেক্ষা, কাল মাঠে ফিরছে জার্মান বুন্দেসলিগা। তবে ফিরছে অনেক নিয়মের কড়াকড়ি নিয়ে।জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) বুন্দেসলিগা ফেরানোর পরিকল্পনায় কী কী নির্দেশনা আছে খেলোয়াড়-রেফারি-কোচসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য, সেটি নিয়ে ৫১ পৃষ্ঠার একটা নির্দেশিকা দিয়েছে। টিম হোটেলে থাকা থেকে শুরু করে বাসে কীভাবে আসবেন, খেলার সময় বদলি খেলোয়াড়েরা কী করবেন, গোল হলে কী করা যাবে, কী করা যাবে না...সবই স্পষ্ট করে লেখা সেখানে।

কী কী নিয়ম থাকছে? প্রথমত, টেস্টিং। ডিএফএলের পরিকল্পনার মূল অংশে থাকছে খেলোয়াড়-কোচসহ ক্লাবের অন্যদের পাইকারি করোনা টেস্ট। অন্তত সপ্তাহে দুবার টেস্ট করা হবে, আর খেলার আগের দিন টেস্ট আবশ্যক। কারও টেস্টের ফল পজিটিভ এলেই তাঁকে বাকিদের চেয়ে আলাদা করে রাখা হবে। তবে একজনের পজিটিভ এলে পুরো দলকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত ক্লাবটি যে অঞ্চলের সেই রাজ্য প্রশাসনের।

দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, ম্যাচ কর্মকর্তা, সংবাদকর্মী, ফটোগ্রাফার, নিরাপত্তাকর্মীসব মিলিয়ে মাত্র ৩০০ জন থাকবেন। শূন্য গ্যালারিতে ছড়িয়ে---ছিটিয়ে থাকবেন সাংবাদিক ও টিভির ক্যামেরার দায়িত্বে থাকা লোকজন। স্টেডিয়ামের বাইরে নিরাপত্তাকর্মীরা থাকবেন, যাতে দর্শক স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় করতে না পারেন।

এ তো গেল ম্যাচের সময়ে, ম্যাচের আগে-পরেও তো অনেক নিয়ম মানার আছে! দলগুলো কয়েকটি বাসে ভাগ হয়ে আসবে। বাসে প্রত্যেকের মধ্যে অন্তত দেড় মিটার দূরত্ব মেনে বসতে হবে, মুখে থাকবে মাস্ক। ড্রেসিংরুমেও সামাজিক দূরত্ব মেনে বসতে হবে। ম্যাচের আগে হাত মেলানো, টিম ফটোসেশনের রীতি এখন ভুলে যেতে হবে।

আর খেলা শুরু হওয়ার পর? মাঠে থাকা খেলোয়াড় আর রেফারিদের মাস্ক পরার দরকার নেই। তবে মাঠের বাইরে আর সাইডবেঞ্চে যাঁরা থাকবেন, সবার মাস্ক থাকতেই হবে। ম্যাচ বলগুলোকে কিছুক্ষণ পরপর জীবাণুমুক্ত করা হবে। ফুটবলে শারীরিক সংযোগ হবেইখেলাটাই এমন, কিন্তু খেলোয়াড়দের বলে দেওয়া আছে, এর বাইরে শারীরিক সংযোগ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে। আর গোল হলে আগের মতো জড়াজড়ি-আলিঙ্গনের তো প্রশ্নই আসে না। নির্দেশিকায় লেখা, গোল উদ্‌যাপনে ''কনুই বা পায়ে-পায়ে ঠোকাঠুকিতে সীমাবদ্ধ রাখলেই ভালো।''

কিন্তু মাঠে তো সরাসরি সম্প্রচারের দায়িত্বে থাকা ক্যামেরাম্যান থাকবেন, সাংবাদিকেরাও থাকবেন। তাঁদের জন্যও নির্দেশনা আছে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্নকর্তা ও ফুটবলারের মধ্যে প্লাস্টিক স্ক্রিন দাঁড় করাতে বলা হচ্ছে। প্রতি ম্যাচে সাংবাদিক থাকবেন সব মিলিয়ে দশজন। কোনো সংবাদ সম্মেলন হবে না। ম্যাচের পরে যে ''মিক্সড জোনে'' খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন সাংবাদিকেরা, সেটি এখন বন্ধ থাকবে।

আর অতিথি দলের জন্য নির্দেশনা, পারলে আগে থেকে পুরো হোটেল বা সম্ভব না হলে হোটেলের একটি ফ্লোর ভাড়া করে রাখতে। খেলোয়াড়েরা আসার আগেই হোটেলকে জীবাণুমুক্ত করা হবে। খেলোয়াড়েরা হোটেলে ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না, এমনকি খাবার সময়ও সতীর্থদের মধ্যে দূরত্ব মেনে চলতে হবে।আর ম্যাচের দিনগুলোর আগে-পরে? খেলোয়াড়েরা বা তাঁদের পরিবারের কেউ বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন না, কেউ তাঁদের বাড়িতে আসতে পারবেন না। বেশ কড়াকড়িই বটে! বলতে পারেন আগামীকাল থেকে মাঠে ফিরছে প্রাণহীন বুন্দেসলিগা!

শোয়েব আখতারকে হাস্যকর বানিয়ে দিচ্ছে পরিসংখ্যানও

আইসিসিই বিপদে ফেলল শোয়েব আখতারকে। অতীত ও বর্তমান ক্রিকেটারদের মিলিয়ে মোট ২০জনের প্রতিদ্বন্দ্বী জোড়া বেছে টুইটটা না করলে শোয়েব আখতার অমন দম্ভ দেখাতেন না। আর পরিসংখ্যানের খোঁজও মিলত না। ''গতি দিয়ে সব উড়িয়ে দেব'' বলা শোয়েবকে ভুল প্রমাণ করতে হাজির হচ্ছেন সবাই। আইসিসির টুইট রি-টুইট করে শোয়েব দম্ভোক্তি প্রকাশ করেন, ''এমনকি এখনো, তিনটি শক্ত বাউন্সার দিয়ে চতুর্থ বলে স্টিভেন স্মিথকে আউট করতে পারব।'' ৪৪ বছর বয়সে শোয়েবের এমন কথায় হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ক্যারিয়ারের শেষ দিকে গতি আর সুইং হারিয়ে দল থেকে ছিটকে পড়া এক পেসার এখন স্মিথকে আউট করবেন, এটা মানতে পারছিলেন না কেউ। এ টুইট দেখে আইসিসিও হাসি চাপাতে পাড়েনি।

শোয়েব আবার এতে রাগ করেছেন, নিজের সেরা সময়ের কিছু ভিডিও দিয়ে দেখিয়েছেন ক্ষমতা। আগের টুইটেই বলেছিলেন এই সময়েই পারবেন স্মিথকে আউট করতে। আইসিসির খোঁচায় নিজের সেরা মুহূর্ত খুঁজে দেখাতে হয়েছে সাকল্যে ১৭৮ টেস্ট উইকেট পাওয়া শোয়েবকে। কিন্তু পরিসংখ্যান যে শোয়েবকে তাতেও রক্ষা পেতে দিচ্ছে না। বলে দিচ্ছে, সেরা সময়ের শোয়েবেরও বেগ পেতে হতো স্মিথকে আউট করতে।

গতি আর বাউন্সারে স্মিথকে তিন বলে কাপিয়ে চতুর্থ বলে আউট করবেন বলেছিলেন শোয়েব। পরিসংখ্যান বলছে, ঘটে বুদ্ধি না থাকলে ওসবে কাজ হবে না। কারণ, শুধু গতি বাউন্সার দিয়ে স্মিথকে কাবু করা যায় না। বিশ্বাস না হলে জফরা আর্চারকে জিজ্ঞেস করলেই হয়। গত অ্যাশেজে, মাথায় বল লাগিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন স্মিথকে। গতি আর বাউন্সারে অস্ট্রেলিয়ার সব ব্যাটসম্যানকে নাকানি চুবানি খাইয়েছেন। কিন্তু স্মিথকে পুরো সিরিজে একবারও আউট করা হয়নি তাঁর।

আর্চার একমাত্র উদাহরণ নন। সত্তুরোর্ধ টেস্ট খেলেও স্মিথের গড় এখন ৬৩। কমপক্ষে ২০ ম্যাচ খেলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর ওপরে আছেন শুধু একজন। অনতিক্রম্য ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বেড়ে ওঠা বলে স্পিনারদের বিপক্ষে স্মিথের গড়টা একটু কম, ৪৮ এর মতো। এর মানে পেস বোলারদের বিপক্ষে তাঁর গড়টা ৬৩ এর অনেক বেশি।

শোয়েব আখতার দাবি করতে পারেন, তিনি তো গড়পড়তা পেসার নন। তাঁর গতি ঘন্টায় ১৪০ কিমির ওপর ছিল ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময়ে। সে ক্ষেত্রে শোয়েবের জন্য দুঃসংবাদ, বলের গতি যত বাড়ে, স্মিথ তত স্বচ্ছন্দ। ক্যারিয়ারে এখ পর্যন্ত ২৩৭টি বল খেলেছেন স্মিথ যার গতি ১৪০ কিলোমিটারের বেশি ছিল এবং তা স্টাম্প থেকে ৯ মিটার দূরে পিচ করেছিল। সহজ কথায় গতিময় বাউন্সার ছিল। এই ২৩৭ বলে ওয়ানডে গতিতে ১৯১ রান করেছেন স্মিথ। আউট হয়েছেন একবার।অর্থাৎ শোয়েবের হুমকি দেওয়া চার বলের ওই সমীকরণে স্মিথ আউট তো হতেনই না, বরং ওয়ানডে ধাঁচে মার লাগাতেন শোয়েবকে। ২০০৬ সালের পর গতিময় বাউন্সারে স্মিথের মতো স্বচ্ছন্দ নন কেউ।এটা ঠিক বলের গতি ১৪০কিলোমিটার অতিক্রম করলেই স্বাভাবিক ব্যাটসম্যান বিপাকে পড়েন। এ কারণেই তো পরিসংখ্যান বলছে, ১৪০ কিলোমিটার গতির ওপরের বলে ব্যাটসম্যানদের গড় ২৮- এ নেমে আসে। কিন্তু স্মিথ অনন্য এ কারণে গতিময় বলে তাঁর গড়টা ১৯১-তে। শোয়েব চাইলে আবার নতুন যুক্তি টানতে পারেন। ক্যারিয়ারে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও নিয়মিত ১৫০ কিলোমিটার গতির ওপরে বল করেছেন।আইসিসির টুইট তো ছিলই ক্যারিয়ারে মধ্যগগনের ফর্ম বিবেচনা করে। ১৪০ কিলোমিটার আর ১৫০ কিলোমিটার গতির মাঝে যে তফাৎ আছে, সেটা সবাই জানেন। প্রায় প্রতিটি টেস্ট দলেই ১৪০ কিলোমিটার গতি তোলা বোলার আছেন। কিন্তু ১৫০- বল করতে পারেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই হাতে গোনা কয়েকজন। তো সেরা ফর্মের শোয়েব যদি টানা কিছু ১৫০ কিলোমিটার গতির বল করেন, তখন?

আসামী উপস্থিত হইবার ঘোষণা পত্র

Irani PS case No-48/18

সন ২০০০ ইং ....

Chief Judicial Magistrate, Unakoti District, KLS

ম্যাজিস্ট্রেট

Joynal Hague
S/0 Md. Chaid Miah
Vill- Srinathpur, W/no-
PS-irani .... বাদী
05

Md Chatir Ali(59) @Satir .... বিবাদী
All S/O- Lt. Abtab Ullah of Gournagar
PS- Kailashahar (Unakoti) Tripura

অভিযোগ - U/S-420 IPC

বাদী উক্ত অভিযোগে এই আদালতে নালিশ করায় বিবাদীর নামে ওয়ারেন্ট প্রচার হইল বিবাদীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না বলিয়া উচ্চ ওয়ারেন্ট ফেরৎ আসিয়াছে। এই আদালত জানিতে পারিয়াছেন যে , বিবাদী পালাইয়াছে অথবা ওয়ারেন্ট জারী এড়াইবার জন্য গোপনে আছে। সেমতে এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে, উক্ত বিবাদী অদ্য হইতে .... রোজ মধ্যে অর্থাৎ সন ২০২০ .... ইং .... তারিখ পূর্বহ্নে .... ঘটিকার সময় উক্ত নালিশের প্রতিবাদে এই আদালতে উপস্থিত হয়, ইতি। সন ২০২০ ইং তারিখ।

S/d- dated 10.08.2020
Chief Judicial Magistrate,
Unakoti Judl. Dist. Kailashahar.

ICA/D-416/2020-21

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা উত্তর ত্রিপুরার জেলার অন্তর্গত পানিসাগর আর ডি ব্লকের অধীনস্থ PMAY(G) প্রকল্পের অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত (Annexure-C) নিম্নলিখিত বেনিফিসিয়ারিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০ অর্থ বৎসর PMAY(G) প্রকল্পের অধীন আপনাদের নামে ঘরের অনুমোদন দেওয়ার জন্য জেলাশাসক ও সমাহর্তা (উত্তর ত্রিপুরা) এর অনুমোদনক্রমে ব্লক থেকে পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি গুলিতে পর্যায়ক্রমে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু উনাদের (পঞ্চায়েত সচিব/ আ.পি.এম তদন্তক্রমে আপনাদের নিজ নিজ স্থায়ী ঠিকানায় সশরীরে পাওয়া যায় নি। অতএব আপনারা যদি উপরিউক্ত প্রকল্পের অধীনে ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমাণপত্র সহ Panisagar R.D ব্লকের PMAY(G) সেকশনে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। অন্যথায় আপনাদের নাম PMAY(G) এর অপেক্ষমান তালিকা (Annexure-C) থেকে বাদ দেওয়া হবে।

PMAY(G) MIS অনুযায়ী আপনাদের নাম ও অন্যান্য তথ্য যেভাবে waiting list এ আছে তা নিম্নে দেওয়া হলঃ:=

Sl No.	Name of Beneficiary	Name of Father/Husband	PMAY(G) ID No.	Name of GP/VC
1	Ramchandra Nath	Lalcjan	1024067	Purba Jalabasa GP
2	Kamil Uddin	Sukalya Ali	1074180	Rowa GP
3	Abdul Haque	Fahid Ali	1026203	
4	Sankar Das	Chittaranjan Das	1023641	Ramnagar GP
5	Gulap Paswan	Sripulan	1054398	Indurail VC
6	Ali Hussen	Rastum Ali	1074422	Dakshin Padmabil
7	Sukra Bibi	Latip	1092238	Dakshin Panisagar
8	Malanti Namasudra	Rasamoy	1014478	Paschim Padmabil
9	Altarun Nessa	Abdul Chamed	1085215	

ICA/D-409/2020-21

নিবেদক

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
পানিসাগর আর ডি ব্লক

তাহলে রেফারির ভুলেই চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল রিয়াল?

দৃশ্যটা এখনো অনেকের চোখে ভাসে। বিশেষ করে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ভক্ত কিংবা রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থক হলে তো কথাই নেই। মিলানের সেই ফাইনালের প্রসঙ্গ উঠলেই তাদের অনেকে সন্দেহটা প্রকাশ করেন, প্রথম গোলটি কি আইনসঙ্গত ছিল? মানে সার্জিও রামোসের গোলটি অফসাইড ছিল কি না?ঘড়ির কাঁটার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেই ফাইনালের পর চার বছর পেরিয়ে গেছে। এত দিন পর সে ম্যাচের প্রসঙ্গ ওঠার কারণ রেফারি মার্ক ক্ল্যাটেনবার্গ। এ ইংলিশ সেদিন ছিলেন ফাইনালের রেফারি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের কাছে সেদিন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্তে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন ক্ল্যাটেনবার্গ। রামোসের গোলটি অফসাইড ছিল।সে ক্ষেত্রে অফসাইডের জন্য রামোসের গোলটি রেফারি বাতিল করলে হয়তো ম্যাচের ফলই ঘুরে যেত! ১৫মিনিটে রিয়াল ডিফেন্ডারের গোলে এগিয়ে ছিল রিয়াল। ৭৯ মিনিটে ইয়ানিক কারাসকোর গোলে সমতায় ফেরে অ্যাটলেটিকো। পরে টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের ১১তম শিরোপাটি জেতে রিয়াল। রামোসের গোলটি স্কোরশিট থেকে মুছে ফেললে কে জানে, হয়তো প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের স্বাদ (প ত অ্যাটলেটিকোই !সংবাদমাধ্যমকে ক্ল্যাটেনবার্গ বলেন, ''ফাইনালে রিয়াল প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু গোলটা ন্যূনতম ব্যবধানে অফসাইড ছিল। বিরতির সময় আমরা এটা ধরতে পারি। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন ছিল, আমার সহকারি পারেনি।''সেই ফাইনালের রেফারি মার্ক ক্ল্যাটেনবার্গ। ছবি: টুইটার

তবে ক্ল্যাটেনবার্গ কিন্তু অ্যাটলেটিকোকে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ৪৬ মিনিটে অ্যাটলেটিকো স্ট্রাইকার ফার্নান্দো তোরেসকে ফাউল করেন রিয়াল ডিফেন্ডার পেপে।

পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নিজের অপরাধ ঢাকতে আগেভাগে রেফারির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বলেন, ''এটা কোনো অবস্থাতেই পেনাল্টি নয়, মার্ক।''

ক্ল্যাটেনবার্গের জবাব, ''সে হিসেবে তোমাদের প্রথম গোলও স্কোরবোর্ডে ওঠা উচিত হয়নি।'' পেপে নাকি এরপর আর কোনো কথা বলেননি, জানান ক্ল্যাটেনবার্গ।অ্যাটলেটিকো সে পেনাল্টির সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। ক্রসবারের ওপর দিয়ে মেরে বসেন সে সময়ে অ্যাটলেটিকো ''নাম্বার সেভেন'' আঁতোয়ান গ্রিজমান।

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai District, Tripura invites tender against press NIT No. 07/EE/PWD/KHW/2020-21 Date- 14-08-2020

For Vertical extension of new Multistoried Court building (G+2 to G+3) in the premises of Addl. District & Sessions Judge's Court, Khowai Sub-division, District Khowai, Tripura/SH: building portion including internal water supply and sanitary installations(2nd Call).

With Estimated cost : Z2,95,96,976.00, Earnest Money : Z2,95,970.00 Time of Completion - 12 (twelve) months. Last Date of bidding for bids -22-09-2020 upto 15.00Hrs.

or more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note: 'NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-1455/2020-21

PNIT No:- 15/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21

Percentage rated e-tender in single bid are invited for the following works:-

Sl. No.	Description	Estimated Cost
1	Construction of 11 (Eleven) nos SBDTW under Satchand R.D Block (Gr-I) (2nd Call). DNIT No: 37/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 73,04,177.72
2	Construction of 11 (Eleven) nos SBDTW under Satchand R.D Block (Gr-II) (2nd Call). DNIT No: 38/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 73,04,177.72
3	Construction of 11 (Eleven) nos SBDTW under Satchand R.D Block (Gr-III) (2nd Call). DNIT No: 39/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 73,04,177.72
4	Construction of 11 (Eleven) nos SBDTW under Poangbari R.D Block (2nd Call). DNIT No: 40/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 73,04,177.72
5	Construction of 11 (Eleven) nos SBDTW under Satchand & Poangbari R.D Block (2nd Call). DNIT No: 41/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 73,04,177.72

*** Deadlme for online biding: Up to 15.00 Hrs on 07.09.2020 All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.eov.inatfree of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.trinuratenders.2ov.in For details please visit www.trinuratenders.Eov.in for any query please contact :- 03823-224-812

ICA/C-1448/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura.

(Er. T. Chakma)
Executive Engineer DWS
Division, Belonia Belonia,
South Tripura

'Conserve Water and-Save Life

PRESS NOTICE INVITING c-TENDER NO: e-PNIT-34/EE/RDD/STC/2020-21 Dated 21/08/2020

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Satchand Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (Two bid) for procurement of the following items from the eligible bidders Up to 3 PM of 10/09/2020

	NAME OF THE WORK	DNIT NO	EARNEST MONEY	BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Supply of interlocking Paver block (60 mm thick) for different construction work against various schemes within Satchand, Rupaichari & Poangbari R.D Block under R.D Satchand Division.	e-DNIT-172/EE/RDD/STC/S/2020-21 dt- 21/08/2020	Rs. 20,000.00	Rs.1000.00	Up to 15.00 Hours on 10/09/2020	At 15.30 Hours on 10/09/2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Submission of bids physically is not permitted. For any enquiry, please contact by e-mail to eerddstcAgmail.com.

ICA/C-1440/2020-21

Executive Eingineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ফের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি, ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.২৫ লক্ষেরও বেশি কোভিড-১৯ পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.): ভারতে রোজই দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা। সেই ধারা সোমবারও (২৪ আগস্ট) অব্যাহত রইল। ২৪ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,৬৮,২৭, ৫২০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এযাবৎ ভারতে ৩.৫ কোটিরও বেশি মানুষের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ”টেস্ট ট্র্যাক ট্রিট” দিশায় এগিয়ে চলেছে ভারত।

মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,৬৮,২৭, ৫২০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুধুমাত্র ২৪ আগস্ট সারাদিনে ৯,২৫,৩৮৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৭৭০, সুস্থ হয়েছেন ৮৪,১৬৩ জন

হায়দরাবাদ, ২৫ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানার করোনা-পরিস্থিতি প্রতিদিনই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৫৭৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৭৫২ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১,০৮,৬৭০ এবং ৭৭০।

মঙ্গলবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৫৭৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৪,১৬৩ জন। সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৩,৭৩৭।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৪২৮, করোনা-আক্রান্ত ৮৪ হাজারের বেশি

ভুবনেশ্বর, ২৫ আগস্ট (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৭৫১ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৪,২৩১। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪২৮। মঙ্গলবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২,৭৫১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৪,২৩১।

ওড়িশায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি কটক, গঞ্জাম, খুরদা, রায়াগড়, সম্বলপুর প্রভৃতি জেলায়। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৬, ৮২৬ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৫৬,৯২৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৪২৮-এ পৌঁছেছে।

মঙ্গলবার চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক - শিক্ষিকার তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আগরতলায় পোস্টারিং করেন। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাও জেলায় নতুন ২১ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ, মোট সংখ্যা ৩৮৬

হাফলং (অসম), ২৫ আগস্ট (হি. স.) : ডিমা হাসাও জেলায় মঙ্গলবার নতুন করে আরও ২১ জন কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে এদিন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ২৪ জন রোগী হাসপাতালে থেকে ছুটি নিয়ে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেছে।

এদিকে জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমিত সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর হার ৭৯ শতাংশ হলেও গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৪৭ জন। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তবে স্বস্তির খবর এটাই, এখন পর্যন্ত এই সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে কোনও রোগীর মৃত্যু ঘটেনি পাহাড়ি ডিমা হায়াও জেলায়।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ডিমা হাসাওয়ে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৬ জনে। এর মধ্যে মোট ২৬২ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন। বর্তমানে ৭১ জন করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাহপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে এবং ৫৩ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে জেলার বাইরে বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর জানা গেছে।

নতুন করে আক্রান্ত ৩৫১ জন, মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ১৪২ জন পুলিশ কর্মীর

মুম্বই, ২৫ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। ২৪ ঘন্টায় আরও ৩ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪২ জন পুলিশ কর্মীর। মঙ্গলবার পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ১৪,০৬৭ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১১,৩৫৬ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৫৬৯ জন।

মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১৪২ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১১,৩৫৬ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ২,৫৬৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫১ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জন পুলিশ কর্মীর। মৃত ১৪২ জনের মধ্যে ১৫ জন অফিসার এবং ১২৭ জন অন্যান্য পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী।

বিভিন্ন স্থানে বিজেপি ওবিসি মোর্চার কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ আগস্ট।। সিপাহীজলা জেলা বিজেপি কার্যালয়ে বিকাল ৪ ঘটিকায় বিশালগড় ওবিসি মোর্চার সভাপতির হাত ধরে পাঁচটি মন্ডল ওবিসি মোর্চার সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচটি মন্ডলের নবনির্বাচিত ওবিসি মোর্চার মন্ডল সভাপতিরা। আগামী দিনে বিজেপি সরকারের সমস্ত কার্যকলাপ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করবে বলে জানান সিপাহীজলা জেলা সভাপতি বরুণ কর্মকার। এদিকে, বিজেপি ওবিসি মোর্চার সীপাহিজলা উত্তারংশের ওবিসি মোর্চার সভাপতির নামের তালিকা দেওয়া হল ১২ টাকারজলা মন্ডল সভাপতি চিরঞ্জিত দেবনাথ, ১৫ কমলাসাগর বিপ্লব ঘোষ, ১৬ বিশালগড় সভাপতি অমলেশ দেবনাথ, ১৭ গোলাঘাটি মন্ডল সভাপতি বিমল ভৌমিক, ১৯ চড়িলাম মন্ডল সভাপতি যোগেন্দ্র দেবনাথ মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষনা করা হয়েছে।

ট্রাফিক বিধি মেনে চলতে পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। জনসাধারণের অবগতির জন্য পুলিশের ট্রাফিক শাখার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে আগরতলা মার্ট সিটি প্রজেক্টের অধীনে আগরতলার বিভিন্ন রাস্তায় এবং সিগন্যালে সুষ্ঠ ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য ক্যামেরা লাগানো আছে যাতে ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘন করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তাই ট্রাফিক দপ্তর থেকে ট্রাফিক বিধি মেনে চলার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে বিনা হেলমেটে দ্বি-চক্র যান চালাবেন না, মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ী বা মোটর সাইকেল চালাবেন না, সিগন্যাল অবমাননা করবেন না, স্টপ লাইন/জেবা ক্রসিং এর উপর গাড়ী বা মোটর সাইকেল দাঁড় করাবেন না। মনে রাখবেন, দ্বি-চক্র যানে আপনার সহযাত্রীর মাথায় সঠিক হেলমেট থাকা বাধ্যতামূলক। ট্রাফিক বিধি মেনে চলুন এবং সবাইকে ট্রাফিক বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করুন।

কোভিড-১৯ সংক্রমিত ডি কে শিবকুমার, ভর্তি বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে

বেঙ্গালুরু, ২৫ আগস্ট (হি.স.): এবার প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। মঙ্গলবার ডি কে শিবকুমার নিজেই জানিয়েছেন, তিনি কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ভর্তি রয়েছেন বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

দেশজুড়ে আগুনের গতিতে হু হু করে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ। আক্রান্ত হচ্ছেন মন্ত্রী, রাজনেতা থেকে সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন। এবার করোনা আক্রান্ত হলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার।

বীরজিৎ সিনহার গাড়িতে দুষ্কৃীত হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। আগরতলা থেকে কৈলাসহর যাওয়ার পথে রানীরবাজার এলাকায় কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার গাড়িতে হামলা করেছে দুষ্কৃতিরা. এ ব্যাপারে রানীরবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

এফআইআর'এ বিরজীৎ সিনহা উল্লেখ করেছেন, রাত ৯.১৫ মিনিট নাগাদ বীরজিৎ সিনহা তার দেহরক্ষী সহ কয়েকজন রানীরবাজারে একটি হোটেলের সামনে গাড়ি দাড় করিয়ে ভাত খেতে গিয়েছিলেন। এমন সময় কয়েকজন বীরজিৎ সিনহাকে দেখে অশ্লীল মন্তব্য করেন। তারপর কোন রকমে তারা সেখান থেকে গাড়িতে করে চলে যাচ্ছিলেন। তখন দুষ্কৃতীরা ইট পাটকেল ছুঁড়ে। তাতে বীরজিৎ সিনহার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে রানীর বাজার থানায় মামলা করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বলেন সংবাদ।

লগবোঝাই লরি আটক কুমারঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট থানার পুলিশ লগ বোঝাই একটি লরি আটক করেছে। জানা যায় লরিটি পেছার্থল থেকে লোক নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল।কুমারঘাট থানার পুলিশ বনদপ্তর এর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে কুমারঘাট থানার সামনে গাড়িটি আটক করে। জানা গেছে লরিটি টন নিয়ে আসছিল। নিয়মের অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন করার দায়ে এইখানেতে আটক করা হয় বলে জানা গেছে। তবে নদীতে বহন করা গাছের লগের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কুমারঘাট থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

বিবেকানন্দ মার্কেটে টাউনশিপ প্রকল্প নিয়ে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহার উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ দিল টুডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (টুডা)-র তত্ত্বাবধানে আগরতলা শহরে যে টাউনশিপ প্রকল্প চলছে এই সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ক উত্থাপন করে গত ২২ আগস্ট বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্দেশ্যে এক পত্র লেখেন। এই চিঠিতে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর টুডা'র কমিশনার কার্য্যালয় থেকে স্পষ্টীকরণ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতিটা বিষয়ের ওপর আলাদা করে সুনির্দিষ্ট স্পষ্টীকরণ দেয়া হয়েছে।

রেরা রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে:

রেরা কতৃপক্ষের কাছে টুডা কমিশনারের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২০১৯ সালের ১লা জুলাই আবেদন করা হয়েছে। যা অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে। এই লক্ষ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়াও হয়েছে। এই সম্পর্কে টুডা নিশ্চিত রয়েছে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই রেজিষ্ট্রেশন পাওয়া যাবে।

আগরতলা শহরে এই জাতীয় প্রকল্প প্রথম হাতে নেয়া হয়েছে বলেই গ্রাহকদের চাহিদা পরখ করে দেখবার উদ্দেশ্য নিয়েই আগাম প্রচার করা হয়েছে টুডা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৭০ু বুকিং সম্পূর্ণ হলেই প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হবে। প্রাথমিকভাবে যে বুকিং গুলি নেয়া হয়েছে তা ফেরত যোগ্য বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

জমি সম্পর্কে:

বিবেকানন্দ মার্কেট অঞ্চলে যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে তার জমি মূলত আগরতলা পুর নিগমের হলেও এন ও সি নিয়ে রাজ্য সরকার টুডার জন্য বরাদ্দ করে। তার খতিয়ান নাম্বার আগরতলার ১৫ নম্বর মৌজার ২০৯২ বলেও উল্লেখ করা হয়। জমিটি ইতিমধ্যে টাউনশিপ প্রকল্পের জন্য টুডার নামে বরাদ্দ রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

কুঞ্জবন টাউনশিপ প্রকল্পের জায়গা নগর উন্নয়ন দপ্তরের হলেও এন ও সি নিয়ে ২৯০৭ খতিয়ান মূলে রাজ্য সরকার টুডা”র নামে বরাদ্দ করেছে।

প্রকল্পের সমাপ্তি ও মালিকানা সম্পর্কিত:

গ্রাহক এবং টুডার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের মালিকানা থাকবে গ্রাহকদের হাতে। এই বিষয়ে টুডা”র ওয়েবসাইটে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে বলেও জানানো হয়। আর বিবেকানন্দ মার্কেট ও কুঞ্জবন এলাকার প্রকল্পের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছে ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। এ ক্ষেত্রে টুডা এবং নির্মাণ সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শেষ করার দিন ধার্য করা হয়েছে ৩১ শে মার্চ ২০২২।

অধিগ্রহণের চার্জ আদায় বিষয়ে:

ত্রিপুরা বিল্ডিং রুলস ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ অনুযায়ী অধিগ্রহণের ফি প্রদান বৈধ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই ফি প্রদানের মধ্য দিয়ে গ্রাহকরা ফ্ল্যাটের মালিকানা পাবেন বলে জানানো হয়।

এককালীন রক্ষণাবেক্ষণ ফি সম্পর্কে:

টুডা এবং গ্রাহকদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী এই টাউনশিপ কমপ্লেক্সের রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাবতীয় পরিষেবা এক বছর যাবত টুডা সরবরাহ করবে। এক বছর পর গ্রাহকরা নিজেদের মধ্যে সোসাইটি গঠন করে পরিষেবাগুলি জারি রাখতে পারবে।

দরজা সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ:

সি পি ডব্লিউ ডি এবং পি ডব্লিউ ডি এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দরপত্রের মাধ্যমে নির্মাণ সংস্থার সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নমানের কাজের কোনো সুযোগ নেই বলেও জানানো হয়েছে।

লিফট সম্পর্কিত:

লিফটের কার্যক্ষমতা সর্বনিম্ন আটজন বহন যোগ্য হতে হবে। যেহেতু কুঞ্জবন টাউনশিপ প্রকল্পটি বহুতলবিশিষ্ট হতে যাচ্ছে, তাই এখানে প্রতিটি ব্লকেই দুটি লিফট এবং দুটি সিঁড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাঠামোগত উপকরণ সম্পর্কিত:

সি পি ডব্লিউ ডি, পি ডব্লিউ ডি এবং আইএসআই গুণমান বজায় রেখে টেন্ডার ও নির্মাণ সংস্থার সাথে চুক্তি করা হয়েছে। দুটি প্রকল্পেই সিমেন্ট, রড ইত্যাদির কাঠামোগত উপাদানের গুণমান যাচাইয়ের জন্য তৃতীয় পক্ষ হিসেবে এনআইটি আগরতলার সাথে (এম.ও.ইউ) স্বাক্ষর হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্জ্য নিকাশি ব্যবস্থা সম্পর্কে:

কুঞ্জবন প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাস্তার পাশে নিকাশি ব্যবস্থা থাকায় এক্ষেত্রে স্যাপটিক ট্যাংক নির্মিত না হলেও বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হবে।

বিবেকানন্দ মার্কেট অঞ্চলের প্রকল্পের পাশে নিকাশি ব্যবস্থা নাথাকায় সেখানে স্যাপটিক ট্যাংক নির্মিত হবে এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আগরতলা পুর নিগমের গাইডলাইন ও ত্রিপুরা বিল্ডিং রুলস অনুযায়ী পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থাও করা হবে।

পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কিত:

নির্মাণ সংস্থা এবং টুডার সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আয়রন রিমুভাল প্লান্ট এবং পাম্প বসানোর হবে। সুতরাং এই প্রকল্পে পানীয় জলের কোন প্রকার অসুবিধা থাকছে না বলেও জানানো হয়েছে।

বাজার প্রকল্পের পরিবর্তে আবাসন প্রকল্প সম্পর্কে:

বিবেকানন্দ মার্কেট এলাকার চারদিকেই রয়েছে আবাসিক অঞ্চল। কয়েকটি দোকান কেবলমাত্র মার্কেটের সম্মুখভাগে রয়েছে। তাই আবাসিক কলোনী গড়ার ক্ষেত্রে এই স্থানটি খুবই উপযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফ্লাটের উচ্চমূল্য প্রসঙ্গে স্পষ্টীকরণ:

প্রতি বর্গফুট কার্পেট এরিয়াতে বিবেকানন্দ মার্কেট এলাকার প্রকল্পে মূল্য ধার্য হয়েছে ৬৫০০ টাকা। আর কুঞ্জবন টাউনশিপ এলাকায় ধরা হয়েছে ৫৯০০ টাকা।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কিছু প্রাইভেট প্রমোটার আগরতলা শহরে সুপার বিল্ট আপ এরিয়াতে ৪৫০০ থেকে ৫৩০০ টাকা দরে প্রতি বর্গফুট মূল্য উল্লেখ করেছে। তা যদি কার্পেট এরিয়াতে ন্যূনতম ৩০ু বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর মূল্য দাঁড়ায় ৫৮০০ থেকে ৬৮৯০ টাকা। কিন্তু টুডা এর চাইতে কম দরেই ফ্ল্যাট বিক্রি করছে।

এই প্রকল্পের জন্য অনলাইনে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মধ্য দিয়ে সর্বনিম্ন হারের ভিত্তিতেই নির্মাণ সংস্থাকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ করা যাবে বলেও টুডা আশা প্রকাশ করেছে।

কানপুরে ব্যারাকের ছাদ ভেঙে মৃত্যু কনস্টেবলের, আহত আরও তিনজন

কানপুর, ২৫ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে রিজার্ভ পুলিশ লাইন্সে ব্যারাকের ছাদ ভেঙে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজন পুলিশ কর্মীর। এছাড়াও আরও তিনজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার রাতে আচমকাই প্রাচীন এই ব্যারাকের একাংশের ছাদ ভেঙে পড়ে। চাপা পড়ে যান অরবিন্দ, রাকেশ এবং অমৃত লাল নামে তিনজন পুলিশ কর্মী।

পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) অনিল কুমার জানিয়েছেন, সহকর্মীদের বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন মণীশ কুমার নামে আরও একজন কনস্টেবল। আহত অবস্থায় প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অরবিন্দ।

মর্মান্তিক এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরই পৌঁছে যান অতিরিক্ত ডিজি জয় নারায়ণ সিং, আইজি কানপুর রেঞ্জ মোহিত আগরওয়াল এবং সিনিয়র পুলিশ সুপার প্রীতিন্দর সিং-সহ অন্যান্য পদস্থ পুলিশ কর্মীরা। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনা-সংক্রমণ ৩২ লক্ষ ছুঁইছুঁই, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৫৮,৩৯০ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.): ভারতে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ! বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩২ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ, ৫৯ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেল মৃত্যুর সংখ্যাও। সুস্থতার সংখ্যাও বেড়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৬৭,৩২৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬০,৯৭৫ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৮,৩৯০ জন এবং মোট সংক্রমিত ৩১,৬৭,৩২৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪,০৪,৫৮৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ০৪ হাজার ৩৪৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৫৮,৩৯০ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩,৩৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২৫২ জন, বিহারে ৫১৪ জনের, চন্ডীগড়ে ৩৭ জন, ছত্তিশগড়ে ২০৬ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৩১৩ জনের, গোয়া ১৪৮ জন, গুজরাটে ২,৯০৮ জনের, হরিয়ানায় ৬১৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২৯ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬২৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩৩০ জনের, কর্ণাটকে ৪,৮১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৩৪ জন, লাদাখে ২৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,২৪৬ জন, মহারাষ্ট্রে ২২,৪৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ২২ জন, মেঘালয়ে ৮ জন, নাগাল্যান্ডে ৯ জন, ওড়িশায় ৪১৯ জনের, পুদুচেরিতে ১৬৪ জন, পঞ্জাবে ১,১২৯ জন, রাজস্থানে ৯৬৭ জনের, সিকিমে ৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৬,৬১৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৭৭০ জন, ত্রিপুরায় ৭৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ২০৭ জন, উত্তর প্রদেশে ২,৯৮৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২, ৮৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৮৪ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৫.৯২ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২২.২৪ শতাংশ মানুষ। ভারতে নিত্যদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এযাবৎ ভারতে ৩.৫ কোটিরও বেশি মানুষের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ”টেস্ট ট্র্যাক ট্রিট” দিশায় এগিয়ে চলেছে ভারত। ২৪ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,৬৮,২৭, ৫২০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৪ আগস্ট সারাদিনে ৯,২৫,৩৮৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।